

1.4

मातृवाणी

1/28/2

LIBRARY

No. 2/99...

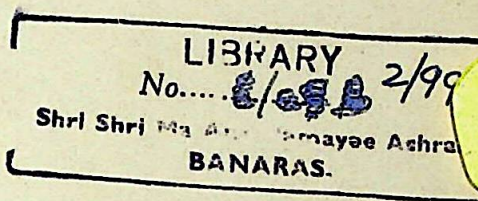
Sri. Shri

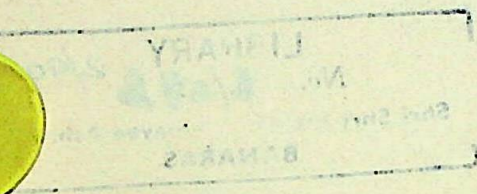
BANARAS



श्री श्री आनन्दमयी आश्रम







মাতৃবাণী

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সঙ্ঘ
বারাণসী

প্রকাশক :

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সঙ্ঘ

বি ২৯৪ ভদৈনী, বারাণসী ।

মূল্য—বারো আনা

মুদ্রক : ইউরেকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

LIBRARY
 প্রাক কথন... 2/99

“মাতৃবাণী” নামক এই ক্ষুদ্র সংগ্রহে

শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ বাণী সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সকল বাণী মা তাঁহার বিভিন্ন ভক্তকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রদান করিয়াছিলেন। এইগুলি সাক্ষাৎভাবে মায়ের নিজ মুখনিঃসৃত বাণী। তিনি অবস্থা বিশেষে পতিত এবং আশ্বাসন প্রার্থী ভক্তজনকে পত্রযোগে এইগুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। লেখক মায়ের ভাষা যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রাখিয়াই ইহা পাঠাইতেন, তাই এই সকল বাণী মাতৃভক্তগণের নিকট এক প্রকার শ্রুতি স্বরূপ।

যদিও ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেওয়া হইয়াছে তথাপি ইহা যে সর্বসাধারণের উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ যে কোন ব্যক্তি ইহা অনুসরণ

করিয়া লাভবান হইতে পারে। উপদেশগুলির এই সার্বজনীন উপযোগিতা লক্ষ্য করিয়াই প্রকাশক বহুদিন পূর্ব হইতেই এইগুলিকে “আনন্দবার্তা” নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া আসিতেছিলেন। এইবার বহু ভক্তের সান্নিধ্য অনুরোধে এইগুলি একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হইল। আশাকরি এখন এই সকল উপদেশ জনসাধারণের সাধারণ সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে। যাহারা মার সহিত অল্লাখিক ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁহারা জানেন যে যা কোন নির্দিষ্ট ধারার পক্ষপাতী নহেন। অথচ অধিকার ভেদে এবং দেশ ও কাল অনুসারে তিনি সকল ধারারই পক্ষপাতী। এইজন্য তাঁহার উপদেশে এমন একটি সর্বভৌমতা ও উজ্জীবনী শক্তি থাকে যাহা সাধারণতঃ অন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

(৫)

তাঁহার সকল উপদেশের মর্ম্মকথা। এই যে প্রতি
 মানুষেরই চরম লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, কিন্তু অধি-
 কারের তারতম্য নিবন্ধন মার্গ এবং বিচার প্রণালী
 ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সত্যপিপাসু
 হৃদয়ে সরল অন্তঃকরণে ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সহিত
 জীবনপথে অগ্রসর হওয়াই কর্তব্য। বিষয়-বৈরাগ্য
 ও ভগবদনুরাগ অনন্তের পথে চলনশীল পথিকের
 প্রধান সদল। যুগে যুগে উত্থানে পতনে কর্ম্মক্ষেত্রে
 ও বিশ্রামশালায় মনুষ্য মাত্রেরই চরম ধ্যেয় একটি
 মাত্রই থাকা উচিত। দেশ কাল প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য
 এবং অত্যান্ত আনুষঙ্গিক কারণ বশতঃ ইষ্টস্বরূপ
 বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু মূলে
 সকলেরই সেই একই ইষ্ট। তিনিই সচ্চিদানন্দ,
 তিনি পরম পুরুষ, তিনিই পরমা প্রকৃতি, তিনি পরা
 দেবতা এবং তিনিই সাধকের নিজ স্বরূপ বা স্বয়ং

(গ)

রূপ। কর্মের মধ্য দিয়া, জ্ঞান বিচারের মধ্য দিয়া
 এবং অনন্ত প্রকার ভাব স্রোতের মধ্য দিয়া সেই
 একের সহিতই নিত্য যোগ সকলের কাম্য। সুতরাং
 যিনি যে অধিকারেই থাকুন না কেন তিনি সেই-
 খান হইতেই নিজ অধিকার অনুসারে তাঁহাকে
 ধরিতে চেষ্টা করিবেন। এইটুকুই তাঁহার কর্তব্য।
 দুর্বল জীব ইহার অধিক আর কতটুকুই বা অগ্রসর
 হইতে পারে। যদিও জীবের পক্ষে নিজ কর্মের
 দ্বারা বা নিজের অনুষ্ঠিত কোন উপায়ের দ্বারা
 তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে তথাপি ইহা
 সত্য যে আন্তরিক ভাবে যে কোন প্রকার চেষ্টা
 করা যায় তাহা কখনই ব্যর্থ হয় না। উপায়ের ফল
 অবশ্যই আছে, কিন্তু উপায়ের দ্বারা অনুপায় বস্তুকে
 লাভ করা যায় না। উপায় ধরিয়া চলিতে চলিতেই
 অনুপায় মহাসত্য কোন্ মহাক্ষণে যে কাহার

(ঘ)

প্রতি সদয় দৃষ্টি করিবেন তাহা কে বলিতে পারে ?
 তাঁহার এই রূপা দৃষ্টি বা মহাকরুণা একবার
 সঞ্চারিত হইলে অনাদি কালের সঞ্চিত অনন্ত ফল
 মুহূর্তের মধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অসীমের অনুগ্রহে
 সসীমও তখন অসীম রূপ ধারণ করে এবং সকল
 বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভূমাত্তেই বিহার করে।
 ক্রম ধরিয়াই তাঁহার পথে চলিতে হয়, কিন্তু তাঁহার
 রূপা হইলে সকল ক্রম ও নিয়তির বন্ধন কাটিয়া
 যায় — তখন শান্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।
 ইহাই পরম কল্যাণ।

সিগরা,

শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ

বারাণসী।

ভূমিকা

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের চিঠির উত্তরে শ্রীশ্রীমা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন উহা সম্বলিত করিয়া আমরা এ যাবৎকাল ‘আনন্দবার্তা’তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলাম। এখন ঐগুলিকে বিষয়ানুসারে বিভক্ত করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল। আশাকরি মঙ্গলপথের যাত্রী মাত্রই ইহা দ্বারা উপকৃত হইবেন।

যদিও এই উপদেশগুলি ব্যক্তি বিশেষের চিঠির উত্তরে দেওয়া হইয়াছে তথাপি এই গুলির একটা সার্বজনীন ভাব আছে; কারণ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া ভক্তগণ উহাদের সমাধান

কল্পে শ্রীশ্রীমায়ের শরণাপন্ন হইয়াছেন উহা মামব
 মাত্রেই চিরন্তন সমস্যা। দেহ ধারণ করিলেই
 জীবকে কোন না কোন সময়ে শোক সন্তাপ
 আধি ব্যাধি প্রভৃতি দুর্দৈব দ্বারা আক্রান্ত হইতে
 হয়। এই সকল আপদগ্রস্ত লোককে মা যে
 সকল উপদেশ এবং সাধনা বাক্য দিয়াছেন উহা
 যে কেবল ঐ সকল ব্যক্তি বিশেষের জন্য এ কথা
 বলা চলে না। ঐ গুলি সকলেরই সাধারণ সম্পদ
 এবং উহা অনুশীলন করিয়া সকলেই উপকৃত
 হইতে পারেন।

তাহা ছাড়া এই উপদেশগুলির আরও একটু
 বৈশিষ্ট্য আছে। এ পর্যন্ত মায়ের অনেক উপদেশই
 বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং
 ঐ সকল উপদেশ যে মায়েরই — সে সম্বন্ধে সন্দেহ
 করিবার কারণ নাই। কিন্তু এই পুস্তকে বর্ণিত

উপদেশগুলি যে ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে
 পূর্বোক্ত উপদেশগুলি ঠিক সেইভাবে করা হয় নাই।
 মাকে কোন চিঠি পড়িয়া গুনাইলে তিনি উহার
 উত্তরে যাহা কিছু বলিয়া দিয়াছেন উহা তখন
 তখনই মায়ের সম্মুখে অবিকৃতভাবে টুকিয়া নেওয়া
 হইয়াছে। কাজেই এই উপদেশগুলির ভাব ও
 ভাষা সম্পূর্ণ মায়ের। লেখকের শিক্ষা দীক্ষা এবং
 সংস্কার দ্বারা ইহা বিন্দুমাত্রও রঞ্জিত হইবার অব-
 কাশ পায় নাই। লেখাগুলির প্রতি ছত্রে মায়ের
 মৌলিকত্ব দেদীপ্যমান এবং উপদেশগুলিও উদার,
 জম্ভীর, উৎসাহপূর্ণ এবং তদ্বার্থজ্ঞান সংযুক্ত। এ
 গুলিকে আশুবাচ্য বলিলেও অত্যাুক্তি করা হয়
 না। এইজন্য উপদেশগুলি নিত্যপাঠ্য হইবার
 যোগ্য এবং সেই উদ্দেশ্যেই ইহাদিগকে পুস্তকাকারে
 প্রকাশ করা হইল।

—প্রকাশক

(জ)



মাতৃবাণী

মনুষ্য মাত্রেয়ই কর্তব্য

পেতে হ'লে যা' কিছু পেতে হয়, যে ভাবেই
হোক, তাঁহার কাছেই পেতে হয়। মানুষ মাত্রেয়ই
তাঁহার চরণে শরণ লওয়া কর্তব্য। দিন ত থাকে
না। অনেক কাটিয়ে এসেছ ত ? ধৈর্যের আশ্রয়ে
বাকীটুকু কাটাবার চেষ্টা।

—

যাকে ভাবলে সব ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া
যায়, একমাত্র তাঁকেই ভাবা উচিত। সর্বদা
ভগবানের ধ্যান করা, তাঁহার নাম লইতে চেষ্টা করা।
তাঁহার নাম ভজনে সর্ব রোগ আরোগ্য হয়।

—

মাতৃবাণী

সকলি ত তাঁহার বিধানে । তাহার বিধান
বলে যা'রা নিতে পেরেছে তা'দের কি আর এত
কষ্ট হয় ? কর্তব্য কিন্তু সব কিছু তাঁহার ভাষা ।
তিনি যা' কিছু করুন তাঁহাকে ভেবেই শান্ত থাকতে
চেষ্টা করা ।

অভাব বোধটা নিজের চাওয়া জিনিষটা না
পেরে ত ? যেখানে নিজের চাওয়া অপূর্ণ, চাওয়ার
মত বল প্রসব করে না, বার বার তারই জন্য
চাওয়া ও দুঃখ করা ব্যর্থ নয় কি ? চাওয়া থাকলেই
অভাব, দুঃখ পাওয়া জগতের হিসাবে স্বাভাবিক ।
জগৎ কি না, জগতের যা' কিছু চাইবে তাহা দুঃখ
দায়ক, সাময়িক সুখ কখনও পেলোও । যাহা পেলো
দুঃখ থাকে না সব পাওয়া হয় তাঁহাকে চাওয়া

মাতৃবাণী

মানুষের একমাত্র কর্তব্য ।

—

জোর করে ঔষধ খাওয়া, ইচ্ছা না হলেও
ভগবৎ চিন্তার আশ্রয় নেওয়া মানুষ মাত্রেই
কর্তব্য .

—

যাহাতে মনটা তাঁ'কে নিয়ে থাকে তাহাই
মানুষ মাত্রেই কর্তব্য । তাঁহার হাতে যন্ত্রবৎ
নিজকে তাঁহার চরণে ফেলে রাখা ।

—

গার্হস্থ্য আশ্রমের আশ্রয় না নিয়ে পরমার্থ

মাতৃবাণী

জীবন যাপন করা কঠিন। পারলে ভাল। বিশেষ
ভেবে দেখা ভিতর থেকে যা' আসে। তাঁহারই
ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে থাকে।

সংসার যিনি দিয়েছেন, — ধন, মান, যৌবন —
তাঁ'র জন্য তাঁকে ডাকা। পার না কেন? পারতে
হবে। মানুষ ত সব পারে। কে জানে কিসের
ভিতর দিয়ে তিনি কা'কে কি দেবেন? তাঁহারই ত
সর্বস্ব। কি নিয়ে জন্ম? খালি হাতে ত? আর
এ সব পাওয়া কি নিজের? সব তাঁ'র। তিনি
যা' ইচ্ছা করেন — এই ভাবটা, রাখার চেষ্টা।

আমার বলে সব জাঁকড়িয়ে রেখেছ — এ সব
ছুখ পাবার চেষ্টা। তাঁ'র সব বলে তাঁ'কে ডাকা।

মাতৃবাণী

তাঁ'র তাই তাঁ'কে ডাকা। ঐটাই বড় ডাক।
 জগতের এ সব পেয়ে থুয়ে কি হয়? এতদিন ত
 দেখলে। এ সবার পরিণাম ত এই! ধন জন
 যৌবন যেখানে জরা মৃত্যু ব্যাধি দরিদ্রতা এ সব
 তাঁহার ভাগারে। এ সব ভোগ করতেই হবে।
 এই জায়গায় নিরাময় — আরামের স্থান নাই।
 ব্যারামের স্থান পদে পদে। দেখলে, এখনও মনে
 জাগে না কে কার? এই যে এত বড় রোগ, কেউ
 কি ভুগছে? তার থেকে কেউ কি অংশ নিচ্ছে?
 কেন এ সবার চিন্তা?

সব তাঁ'র, সব তিনি, তাঁ'র উপর ছেড়ে
 দিতে কেবল চেষ্টা। তাঁ'র নাম, তাঁ'র চিন্তা, শুধু
 তাঁ'র স্মরণ। সংসারের কিছুর জন্য প্রার্থনা না

মাতৃবাণী

জানিয়ে শুধু নিজে তাঁ'র হয়ে যাবার চেষ্টা, যেখানে
কোন অভাব থাকে না, দুঃখ থাকে না, জালা থাকে
না — সব পাওয়া পরিপূর্ণ, আরাম ! আরাম !!
আরাম !!!

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে থাকে । মঙ্গলময়
সময় মত সব করেন । যা' নিত্য সত্য সেই দিকেই
সকলের যাওয়া উচিত । হরি কথাই কথা, আর
সব বুধা ব্যথা ।

যা'র সৃষ্টি তাঁ'র ব্যবস্থায় তাঁ'রই কাছে সে
আছে । তিনি যখন যে ভাবে থাকে রাখেন সবই
মঙ্গল । সব তাঁ'রই ব্যবস্থা কিনা — তাঁ'রই মধ্যে

মাতৃবাণী

যে। আপেক্ষিক অর্থাৎ অপেক্ষা রেখে যে সুখ তাঁর
পরিণাম ইহাই—শোক। মানুষ মাত্রেয় কর্তব্য
শাস্ত্রস্বরূপ সেই ভগবানেরই চিন্তা করা। ভগবৎ
চিন্তার অন্তর্কূল না নিলে শাস্তি কিছুতে হতে
পারে না।

—

এ অভাব বোধটা জাগা ত স্বাভাবিক। এ
যে তাঁহারই স্বভাব। সর্বস্বারা মানে সব পাওয়া।
তিনি দয়ালু কৃপালু, যখন যা করেন সবই ত মঙ্গল ;
তবে সাময়িক কষ্টদায়ক নিশ্চয়ই। তিনি যখন
সর্বস্বারা রূপে প্রকাশিত হতে থাকেন, আশা সর্ব
পাওয়া রূপেতেও প্রকাশিত হবেন। সত্যের
আলোকের সহায়ক যিনি তাঁহার অভাব বোধ ত

মাতৃবাণী

মঙ্গলকর, সত্যের স্মৃতি জাগায় দেয় বলে।
তিনি ত সর্বত্র সর্বক্ষণ আছেন। স্বভাব জাগরণের
চেষ্টাই মানুষ মাত্রেয় কর্তব্য।

—

শরীর ধারণ সাধারণতঃ বাসনা, কামনা, শোক,
তাপ, জরা, ব্যাধি, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি ভোগের জগৎ
ত? মানুষের কর্তব্য কিন্তু এ শরীর তাঁ'র সেবার
জগৎ, তাঁ'কে পাওয়ার জগৎ, তাঁহারই জগৎ, ইহা
মনে রাখা। বুঝি না জানি না যেখানে সেই কিন্তু
অজ্ঞান — এই আবরণেই ত বেদনা আঘাত।

—

তাঁ'র লীলাক্ষেত্রে পাওয়াও হারানো। এটা ত
তাঁহার স্বাভাবিক গতি। যা' হারায় না তাঁ'কে

মাতৃবাণী

ভাববে। সেই মঙ্গলময় ভগবানকেই একমাত্র ভাববে, তাঁহার কাছে প্রার্থনা করবে। তাঁহার উপর নির্ভর করবে। জপ ধ্যানে দীর্ঘ সময় দিতে চেষ্টা করবে। মনটা তাঁ'র চরণে ফেলে রাখা, নিরন্তর জপ ধ্যানের চেষ্টা।

—

চব্বিশ ঘণ্টা রয়েছে সাধন ভঙ্গনের জন্ত।
 ভগবানকে পাওয়ার ইচ্ছাই বিশেষ ভাবে থাকা
 কর্তব্য। মানুষ মাত্রেই মনুষ্যত্ব লাভের ইচ্ছা
 প্রধান রাখা। যতটুকু সংসারের সেবায় সময় দেওয়া
 হয়, আর বাকী সময় ভগবৎচিন্তায় রাখা কর্তব্য।
 জপ, ধ্যান, সংগ্রহাদি পাঠ, পূজা, প্রার্থনা, আত্ম-
 নিবেদন, তাঁ'র জন্তই তাঁ'কে চাওয়া ও কাঁদা। সং-

মাতৃবাণী

সদ্ব্যবহার হলে চেষ্টা করা, না পেলো সদ্ব্যবহার
বাঁধ সর্বজন হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখার চেষ্টা ।

—

ধৈর্যের আশ্রয় বিনা 'মানুষ' কি করিয়া হইবে ?
সত্য লাভ করিতে হইলে বিশ্বের ভিতর দিয়া
ধৈর্যের আশ্রয় গ্রহণ কর্তব্য । বিশ্ব, তবেই না ধৈর্য্য ।

—

সকলের সঙ্গে সত্য কথা বলবে । গুপ্ত কথা,
গোপন ও মিথ্যা ব্যবহারে চুরি করা হয় । তাহাতে
কিন্তু মনকে কলুষিত করে, দুঃখের সাগরে ভাসায় ।
সত্যবদ্ধ ও পবিত্র জীবন আনন্দ ও পরম সুখের
অনুকূল ।

—

মাতৃবাণী

ভগবানের চরণ শরণ সদা মানুষ মাত্রেব একমাত্র
কর্তব্য — মনে যে প্রকার তাঁ'র পূজা, পাঠ, জপধ্যান
আসে সে প্রকারই করার চেষ্টা। সময়ে সব বিধান
ভগবান দেন। তাঁহার শ্রুতি হৃদয়ে রাখা।

হাতে কাজ করবে, মনে মনে ইষ্টনাম জপ করবে।
তাহাতে কাজও ভাল হবে আর সংসারের মদনের
আশা। ধর্মকে বাদ দিয়া সংসার করিলেই দুঃখের
সাগরে ভাসিতে হয়। সংসার করিলে ধর্মের
সংসার করাই সকলের কর্তব্য

কর্তব্যপালন করণায়। ফলাফলের দিকে না
তাকিয়ে — কর্তব্য পালন করা উচিত। সত্য

মাতৃবাণী

লাভের চেষ্টা হইতে বড় কর্তব্য আর কিছুই নাই ।
 আসল কর্তব্য ভগবৎ প্রাপ্তির চেষ্টা করা ।

নিজের যতটুকু শক্তি তাঁহার সেবায় লাগান ;
 কেবল নির্ভর । তাঁহারই চরণ শরণ । ভগবচ্ছিত্তার
 অনুকূল সংগ্রহ করাই মানুষের কর্তব্য ।

যখন যে কাজ করা মনোযোগের সহিত
 পূর্ণাঙ্গীন ভাবে করতে চেষ্টা করা । সর্বাবস্থায়ই
 ভগবানের উপর নির্ভর । তিনি সর্বময় কি না । সব-
 খানেই তাঁকে পাওয়া যায় । প্রাণ দিয়ে প্রাণের
 ঠাকুরকে ডাকা ।

মাতৃবাণী

ভগবৎ কথার আনন্দে থাকাই মানুষের কর্তব্য ।
 “তাঁকে ছেড়ে” এই মনে হয় বলিয়াই না দুঃখ ।
 মন্ত্র জপ রূপেই হোক, ধ্যান, পূজাপাঠ, স্মরণ ইত্যাদি
 রূপেই হোক, ভজন কীর্তন রূপেই হোক — তিনি
 স্মরণ স্থিত । যে কোন একটা নিয়ে থাকা ।
 তাঁকে ছেড়ে থাকা নয় — এইটি মনে রাখা ।
 বন্ধুদের কাছেও এই কথা, বাবা-মাদের কাছেও
 এই কথা ।

—

যখন বাহার উপর যে কাজের ভার সে যদি
 ভগবৎ লক্ষ্য রেখে প্রসন্নমনে না করে তা’ হলেই
 “বেজায় খাটুনীতে” তাহার কোন কাজ হয় না ।
 মানুষের কর্তব্য যাদের পরমার্থই শুধু লক্ষ্য তাদের

মাতৃবাণী

জাগতিক সেবার কাজ যত প্রসন্নমনে তৎজ্ঞানে
করা। তা হ'লে চিত্তশুদ্ধির অনুকূল হয়।

ভগবান যখন যে অবস্থায় রাখেন সেই অবস্থায়
সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ভগবানের উপর নির্ভর
আর জপ ধ্যানে মনটা রাখা। যাহা ইচ্ছা করে
তাহা যদি পাওয়া না যায় তবুও মন খারাপ
থাকে। ইচ্ছাটা থাকা ইচ্ছাটার ইচ্ছায় পূর্ণ
হউক। আমি তাঁ'কে ডাকব, তিনি যা' করছেন
মদনই করছেন — এই ভাবা মানুষ মাত্রেরই
কর্তব্য। সত্য লাভের চেষ্টা করা।

প্রেম পথ হইল আপাত মনোরম, যাহা

মাতৃবাণী

ভাল লাগে ; কিন্তু অন্যায় অমঙ্গলজনক হীনকর্ম
অর্থাৎ পশুভাব দুঃখদায়ক । গৃহস্থাত্মের নীতি রক্ষা
করতে হয় যথা সম্ভব । আর শ্রেয় হইল আপাত
দুঃখজনক, কিন্তু পরিণামে মঙ্গলদায়ক এবং শান্তি ।
সেই শ্রেয়কে প্রেয় করিতে হয় । তবেই পুরুষের
পুরুষত্ব । মানুষ হয়ে জন্ম, মানুষের মত কাজ করা ।
পশুত্বের দিকে যাওয়া কেন ? সব সময় জপ করিতে
না পারিলে দুই বেলা দুইমালা যেন করে । মালা
যেন একেবারে উপবাসী রাখে না । সত্য লাভের
দিকই মানুষের নেওয়া কর্তব্য ।

—

মানুষের যাহা শ্রেষ্ঠ পথ তাহাই গ্রহণীয় । চেষ্টা
করিতেছ আনন্দের কথা । শ্রেষ্ঠ হইল এই — বীর

মাতৃবাণী

ধীর হইয়া সতীর সতীত্ব রক্ষা, পর পুরুষের দিকে
 চোখও না পড়ে .সেই চেষ্টা। যে ক্রিয়া করিলে
 ভগবৎ ভাব উদ্দীপিত হয় সেই কর্মই কর্ম আর
 সব অকর্ম। যে পথে ভগবৎ ভাব নাই তাহা প্রেয়
 হইলেও ত্যজ্য। আর যাহাতে ভগবৎ ভাব উদ্দী-
 পিত হয় তাহা অপ্রিয় হইলেও গ্রহণীয়। সত্য
 লাভের দিকই মানুষের নেওয়া কর্তব্য। ও শ্রেয়ের
 পথ, অমৃতের দিক। প্রেয় হইল যাহা আপাত
 মনোরম পরিণামে বিষকর, অমঙ্গল, অশান্তির দিক,
 মৃত্যুর দিক।

—

কর্তব্য বলিয়া যাহা মনে হইতেছে তাহা করিবার
 চেষ্টা ত আছেই — হচ্চে ; কিন্তু বিশেষ কর্তব্য

যে ভগবৎ চিন্তা — আমি কে — সে জানবার ইচ্ছা —
 যে জাগায় সে জানবার দিকে যেন মন থাকে। ইহার
 দিকেও বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। নিত্যবর্ষ যেন
 মনে থাকে। অবসর মত কেবল স্মরণ। তিনিই
 যে একমাত্র সর্বরূপে, সর্বভাবে প্রকাশিত সেই
 বোধের জন্ম।

—

মনটা তাঁ'র চরণ ছাড়া রেখো না, তাহা
 হইলেই সব দিকের প্রলোভন হইতে বাঁচার আশা।
 মানুষের কর্তব্য হইল মনুষ্যত্বের জাগরণ, পশু ভাব
 ত্যাগ, শ্রেয় গ্রহণ প্রেয় ত্যাগ। মনটাকে সুন্দর ফুলের
 মত রাখা, যা'তে ভগবানের পূজায় লাগে। সত্য
 সত্যই মানুষের একমাত্র কর্তব্য স্বরূপ প্রকাশের

মাতৃবাণী

দিকই খোঁজা। বন্ধুকে লিখে দাও বন্ধু যেন সেই
এক পরমবন্ধু ছাড়া আর কোন ভোগের বন্ধুর
বন্ধনের দিকে না যাইতে চেষ্টা করে।



মনটাকে শ্রীগুরুদেবের চরণে ফেলে রাখা।
সত্যানুসন্ধান, সত্যপালন মানুষের কর্তব্য। যথা-
শক্তি সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা। নীরবে, নির্ভঞ্জে
ঠাকুরকে নিয়ে দীর্ঘ সময় থাকা।



শত আবেষ্টনের মধ্যে থাকিলেও প্যারা-
লিসিসের মত নিজকে ছাড়িয়া না দিলেই হয়। নিজে
ব্যক্তিত্ব, বীরত্ব রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য। ভাসিয়া
যাওয়া সহজ। নিজকে ধরিয়া রাখা কঠিন। যে

মাতৃবাণী

পারে সেই দশজনের লাইন ধরিয়া গড়াগড়ি না
দিয়া মাথা উচু করিয়া থাকিতে পারে। ইহা
মানুষের কর্তব্য নয় কি ?

—

মানুষ নামে পরিচিত, মনের হুস হওয়া চাই।
কর্তব্য নয় কি আছাড় পড়িলেও আবার সেই মাটি
ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ান ? বার বার তঁ আর পড়িয়া
যায় না। মানুষ মাত্রেই চেষ্টা কর্তব্য। মনের
হুস না হইলে আর হইল কি ? জীবন যে তাহা
হইলে বৃথা। ব্যর্থ জীবনে কত যুগ যুগান্তর আসা
যাওয়া। মনে হওয়া আমি কে ? আসা যাওয়াটা
কি ? কেন ? কোথায় ? অন্তরের নিজের যাত্রায়
অন্তরাল অন্তর্হিত হয়। সেই অমৃতের দিকে যাত্রা

মাতৃবাণী

করিতেই হইবে, শত শত বাধাবিঘ্ন পদদলিত
করিয়া। সেই পুরুষকারের জাগরণ প্রয়োজন।
প্যারালিসিসের মত হেলিয়া পড়িবে কেন? কেবল
পারছি না, পারছি না। কেন? কেন? কেন?

—

সত্যলাভই একমাত্র মানুষের দিক হওয়া
উচিত। গৃহস্থাশ্রম যেখানে সেখানে শ্রম হওয়া চাই
না। মনের দুঃখ অশান্তি হওয়াই ত শ্রম — সে দিকে
যেতে নাই। সে দিকে গেলেই বিঘ্নকারী শক্তি।
আনন্দ, বিঘ্ননাশক, মদন, কল্যাণ শক্তির আশ্রয়ই
হচ্ছে গৃহের শান্তি স্থাপনা। ইহা মানুষের বিশেষ
চেষ্ঠা ও কর্তব্য। যাহারা চতুর বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী
আর যাহারা গুরু ভগবানের উপর নির্ভর, শ্রদ্ধা

মাতৃবাণী

রেখে সংপথে ত্যাগের আশ্রয়ে চলবার চেষ্টা করে
তাহাদের তো শান্ত শান্তির দিকটাই বাছিয়া
নিয়া নিজের সাধনার অনুকূল পথে চলিতে হয়
সর্বকর্মে ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয় ।

LIBRARY

No.....

Shri Shri Sri Anandamayee Ashram

BANARAS

মাতৃবাণী

ভগবান বা শান্তি লাভের উপায়

আলস্য, লালসা — এই দুইটাই পরমার্থ পথের মহা বিঘ্ন। ধৈর্য ও তিতিক্ষাই অনুকূল। যদি কেহ পরমার্থ পথ মঙ্গল বলিয়া মনে করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে — ভগবান এরূপ করুণা কাহারও উপর করিয়া থাকেন — তাহা হইলে নিজের ইচ্ছাশক্তি ষতটা সম্ভব চক্ষিণ ঘণ্টা তাহার সেবায় লাগান প্রয়োজন। অনুকূল কর্মগুলি বার বার গেঁথে নেওয়া, মালায় যেমন সূতা দেখা যায় না সেইরূপ মালার মত। মন ফাঁক পেলেই তাহার নিঃস্রবতির যে মৃত্যুর দিকের ক্রিয়া, সেই সব সে করবেই। সেইজন্ত 'ধ্যান' যদি কাহারও না হয়, ষতটুকু শক্তি, চেষ্টা — জপ, পূজা, পাঠ,

মাতৃবাণী

কীৰ্ত্তন (বাহার গলায় যে ভাবে যেমন আসে),
 সদ্‌গ্রন্থ নিয়ে পড়ে থাকা। সদ্‌ভাবগুলি যে যে
 কর্মে উদয় হয়, বেছে বেছে ধরে থাকা। ভগবদ্-
 ভাবের অনুকূল কর্মগুলি যত বেশী হতে পারে
 একেবারে দৃঢ় ভাবে সঙ্কল্প করে গোঁথে নেওয়া।
 ইচ্ছা না করলেও করা, যেমন ঔষধ খাওয়া। ইচ্ছা
 না করলেও সেই ক্রিয়ায় লেগে থাকা। চঞ্চলতা
 প্রকাশ হওয়ার কোনই বেন সময় ওখানে না
 পায়। শরীরকে সুখ দেওয়া মানে ভগবদ্-ভাব
 হইতে সরে থাকা। জিহ্বার ভালমন্দ বিচার ও
 আশ্বাদন গ্রহণ করিয়া রসনাকে তৃপ্ত করা, ভগবদ্-
 রস হইতে এখানেও সরে থাকা। সেইজন্য যা
 কিছু খাওয়ার সময় খাওয়া, ভগবানের প্রসাদজ্ঞানে

মাতৃবাণী

গ্রহণ করা। পেটে বা' সহিবে না তা' থাকে না।
 দুপুরে পেট ভরে ভাত খাওয়া, পরে বিকালে
 দুধ খাবে। রাত্রিতে ফলটল বা' হয় থাকে, আর
 জল খাবে।

বিচারটা খুব উচু রাখতে হয়। স্তুতি, নিন্দা,
 ময়লা, চন্দন এক হতে হবে। জগতে ঘৃণা বলে
 কিছু থাকবে না। নিজের দিকে তাকিয়ে ঘৃণা
 ঘৃণা হয়ে যাওয়া। ভগবদ্ কৰ্ম ও ভাব মতঙ্গ
 মনে স্থান পাবে তাহাই হবে বিশ্রাম। আহাৰ,
 নিদ্রা, স্নান, কাপড়াদির ব্যবহার শুধু শরীর রক্ষার
 জন্ত। শরীর পুষ্ট রেখে কি হবে? না, ভগবদ্
 ভাবের অনুকূল হবে শুধু সেইজন্ত। জীবনের
 গতিটাকে বদলাইয়া কেলেতে হবে জগতের দিক

মাতৃবাণী

থেকে। শুধু গতি থাকবে ভগবানের দিকে।
 ভগবানের দিকে কোন্ কোন্ কর্মগুলি বেশ
 আনন্দের সহিত করা যার তাহা খুঁজে খুঁজে
 নিজেই বাহির করা। পারি না বলে বসে থেকে
 কি কেউ কখনও বড় হতে পেরেছে? রাগ, লোভ
 ইত্যাদির আশ্রয় একেবারে ত্যাগ করা। প্রশংসা
 প্রতিষ্ঠার দিকেও তাকাবে না। কেহ কিছু বলিলে
 তাহার কথার বিরুদ্ধ ভাবে জবাব দিবে না।
 ভাল ভাবে হাসি মুখে জবাব দেওয়া মাত্র।
 ভগবানের সেবাজ্ঞানে সমস্ত কর্ম করিয়া যাওয়া।
 যত দীর্ঘ সময় ভগবানের ভাব ভিতরে আলোড়িত
 হইতে থাকে ততই তাহার দেহ ও মনের ভাব
 কর্ম ইত্যাদি দিব্য ভাবের দিকে যাইতে থাকে।

মাতৃবাণী

শুধু তাঁর ভাবে নিজকে গড়ে তোলা। তাঁহার চিন্তা যেখানে, সেই ভবরূপে যে স্বয়ং তিনি সেই-
খানে। সত্যানুসন্ধান মানুষের একমাত্র কর্তব্য।

শুভসন্তোত্রাদি মুখস্ত করিয়া যখন হাটা চলার কাজে যাইবে তখন মনে মনে পাঠ করিবে। মনকে খালি থাকিতে দিবে না। হয় মন্ত্র জপ নাম ইত্যাদি, নতুবা স্তোত্রপাঠ, নয়ত স্মরণ।

আর একটা কথা, সময়ের অধীনে যাহা দুঃখ সুখ তাহা ত স্থায়ী থাকে না। কাজেই কোনটাতে ব্যস্ত হইবে না। খেয়াল যাহাদের থাকে তাহাদেরও ত সময় চলিয়া যায়। উচ্চ আশায় দাঁড় বেয়ে যাওয়া। ফলের আশা না করিয়া কেবল কর্ম করে যাওয়া।

মাতৃবাণী

আরও এক কথা, সর্ব ভাবরূপে তিনিই ত ।
 যাহাকে ঘৃণা করা হয় নিজের ইষ্টকেই ত করা
 হইল । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বভাবে সর্বরূপে তিনি ।
 সর্বনাম তাঁহার নাম, সর্বরূপ তাঁহারই রূপ, সর্বগুণ
 তাঁহারই গুণ, সর্বভাব তাঁহারই ভাব । সত্যলাভের
 অনুকূলে গুরুরূপে, ইষ্টরূপে, মঙ্গলরূপে, ভাবরূপে যাহার
 কাছে যে ভাবে তিনি প্রকাশ হন । আপনা হইতে
 না হইলেও বিচার করিয়া শ্রদ্ধাভক্তির আশ্রয়
 গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা । তদনুরূপ যাহা যাহা
 কৰ্ম্ম করিয়া যাওয়া । যতই বাধা বিশ্বের ভিতর
 দিয়া নিজকে তাঁহার চরণে ধরে রাখার তীব্র
 চেষ্টা করা হয় ততই নিজের ভিতরে শক্তি বৃদ্ধি
 হয় । সময় মত এসে সেই শক্তিই নিজের কাছে

মাতৃবাণী

ধরা দেয়। অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার। যে দিন
যে সময় যায় ফিরে আসে না।

—

অথও ভাবে মনটাকে ভগবানের দিকে
লাগান। তা'হলে অথও দর্শন ও প্রকাশ আশা।
পূজা, ধ্যান, পাঠ, কীর্তন যখন যেমন ইচ্ছা করে
তা' নিয়াই সব সময় মনটা ভগবানের চরণে লাগাই-
বার চেষ্টা।

—

ভাল লাগুক আর না লাগুক সেই তাকে
নিয়ে থাকতেই হবে। ঔষধ খাওয়ার মত গিলতেই
হবে। হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা। তাকে

মাতৃবাণী

ভাল না লাগলে যে চলবেই না। এটা সব সময়
মনে রাখা।

—

প্রথমতঃ লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেছিলেন
কোন বিচার দ্বন্দ্ব নিয়ে নয় তো? শুনে মনে
নেওয়া। নানা রকম বিচার যদিও আসে, মনে
করিতে হয় — আমারই ত নির্বুদ্ধিতার বিচার,
শুদ্ধ জ্ঞানের বিচার নয় তো! যতটা সম্ভব মনে
সময় উপযোগী আলস্য ত্যাগ করে চেষ্টা করা। না
করার দিকে বিচার বুদ্ধিটা আসা স্বাভাবিক। করার
দিকেই লক্ষ্য রাখা। পারব না, হবে না, — এইটাকে
দূর করা। কষ্ট ত শরীরেই আসে। এ কষ্টের মধ্যেও
তো অকিসওয়ালা অকিস করিতেছে। কত

মাতৃবাণী

পরিশ্রম! সমর করে নেওয়া সবটার। মনটাকে
শুদ্ধ পবিত্র যত রাখবে ততই এই সব দিকটা
খুলবে। শুদ্ধতা না থাকিলে ভগবানের দিকে
অগ্রসর হওয়া যায় না।

—

তৎধ্যান, তৎচিন্তার মনটা সর্বক্ষণ রাখবার
চেষ্টা। সত্যকথা, সংযম ব্রত, সদগ্রন্থাদি পাঠ, সংসঙ্গ,
চব্বিশ ঘণ্টা নিজকে বেঁধে রাখা। অনুকূল সঙ্গ
গ্রহণ, প্রতিকূল ত্যাগ, অর্থাৎ শ্রেয় গ্রহণ, প্রেয়
ত্যাগ। এ ভাবে চলিতে থাকিলে আপনা আপনি
অনুকূল সাহায্য আসিবে।

—

প্রথমতঃ জ্ঞান আহাৰ সহজ ভাবে করা,

মাতৃবাণী

সুনিদ্রা বেন হয়। তা'হলে ভগবানকে ভাবা, ধ্যান ইত্যাদি সহজ হবে। শরীরটা সুস্থ থাকলে মনটা তাঁহাতে লাগাতে সুবিধা। ক্রমোন্নতিতে আহাৰ নিদ্রা বেখানে ষতটুকু আপনা হইতে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।

যাঁর থেকে জিজ্ঞাসা এসেছে অর্থাৎ যাঁহ হইতে তুমি ও অত্যাণ্ড সব কিছুর প্রকাশ, তিনিই ঈশ্বর। হাঁ, লাভ লোকসানের দৃষ্টি দিয়েও ধরতে চেষ্টা করা যায় বই কি? ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা না করা লোকসান, আর চেষ্টা করাই লাভ। অবশ্য তিনি স্বয়ং প্রকাশ। তাঁহাকেই একমাত্র প্রয়োজন। আর সব অপ্রয়োজন। তাঁকে

মাতৃবাণী

বিনা মানুষের চলে না, ছেড়ে চলবার জায়গা নাই।

সেজন্য বাদ দেওয়া যায় না ; বাদ হয় না।

তিনি সর্বস্ব বলেই তাঁর খেলার এই ঢং,
এই চলা। তাঁকে বাদ দিয়ে চলা হচ্ছে না।
তিনিই যে একমাত্র। তাঁকে ভুলে থাকা হয় মোহ।
অজ্ঞানতাতেই এই কষ্ট। ধর্মের সংসার
করতে চেষ্টা করলে মানুষ ক্রমে দুঃখের দিক
হইতে শান্তির দিকে যাইতে পারে। পরম শান্তি
পাইতে হইলে তাঁহাকে ছাড়া হইতেই পারে না।

—

সত্যস্বরূপ, সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এক মাত্র
ভগবান। ব্রহ্মানন্দ, আত্মানন্দ বিনা আর কিছুর
অপেক্ষা রাখে না। আর যে কিছু দাঁড়ায় না।

মাতৃবাণী

যেখানে কিছু দাঁড়ায় সেও সব ভ্রান্তি। নিজকে
 পাওয়ার চেষ্টা। ডাকা-ডাকি মানুষের স্বভাব।
 অভাব দূর করিবার জগুই ডাকা-ডাকি। মনুষ্য-
 জীবনে উদ্দেশ্য থাকা উচিত ভগবানলাভ। যাহা
 ত্যাগ হইয়া যায় তাহাকেই ত্যাগ করিবার কথা
 উঠে। যাহা নিত্য সত্য তাহাই গ্রাহ্য। যে নিজের
 বন্ধ, আকর্ষণও তার বন্ধেতেই। ইহার নাম
 জীবভাব। গুরুর আশ্রয়ে অনিত্যতা উপলব্ধি করা
 যায়। সব কিছুই গুরুর শক্তিতে সম্ভব। ধৈর্য্য
 হারাইয়া গেছে মনে হইলেও চেষ্টা ছাড়িতে নাই।
 বার বার কেবল চেষ্টা। প্রাণ থাকতে চেষ্টা ছাড়িতে
 নাই। তাঁহার কাছে প্রার্থনা যে চক্ষিণ ঘণ্টা
 বাহাতে মনটা তাঁহার চরণে থাকে। যাহার গুরু-

মাতৃবাণী

করণ হইয়াছে, গুরুর আদেশ নিয়া পূজা, ভূপ, ধ্যান, পাঠ, কীর্তন, সংসদ ইত্যাদিতে চক্ষিণ ঘণ্টা মনকে টানিয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা। নিজের যতটুকু শক্তি তাহা কাজে লাগাইতে পারিলেই, তখন তিনি ত আছেনই, সম্পূর্ণ করিয়া দেন।

ঠাকুরের দেহ, ঠাকুরের মন, ঠাকুরের জন, যাহার জন্য যাহা করা কেবল তাঁর সেবা। মনটাকে উদ্ধে তুলিয়া রাখার চেষ্টা করা। অদেখা আর কখন? কেবল প্রকাশ বাকী।

ভিতরে শক্তি বোধ করিলে, নূতন দৃষ্টি অনুভব করিলে, যত নীরব শাস্তভাবে চাপিয়া রাখে

মাতৃবাণী

ততই শক্তির বৃদ্ধি পায়। একটু ছিদ্র পাইলেই
বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা। সাবধান! প্রয়োজন
যত তিনিই সব করে দেন — দীক্ষা, শিক্ষা যত ইতি।

ভগবৎ দর্শন লাভের তীব্র ইচ্ছাই প্রাপ্তির
রাস্তা। শাস্তিময়ের উপর সব নির্ভর কর, তবেই
শান্তির আশা। অভয়ের শরণ লওয়া। সংসারটাই
যে ভয়। ভয়ের আশ্রয়ে থাকবে ভয় হবে না?
ওখানে নির্ভর এ আশা করাই বৃথা। সর্বহুঃখ
হতে রক্ষা পেতে হলে একমাত্র ভগবানের আশ্রয়
গ্রহণ কর্তব্য।

এই সময়ই হ'ল নিজকে গড়বার। আশ্রয়

মাতৃবাণী

নিতে হবে ত্যাগ ও ধৈর্যের। পূর্বজন্মগত সংস্কার
অনুযায়ী এই যে দুঃপূর্ণ প্রকাশে দুঃখ কষ্ট ইহা
হইতে মুক্ত হওয়ার উপায় সংভাব সর্বদাঙ্গীন ভাবে
হৃদয়ে স্থাপিত রাখার চেষ্টা। আর নিরোভতায়
লোভ হওয়া। আগে আকর্ষণ হওয়া। সেবার
নিজকে স্থিত করা। যাহার জন্তই কিছু করবার
হউক তাহাই সেবাজ্ঞানে করা। আর একটা
কথা কিন্তু বিশেষ ভাবে খেয়ালে রাখা — আলস্য
একেবারেই ত্যাগ করা। কোনও সংকল্পে যে
অনিচ্ছা বা আলস্য তাহা একেবারে বর্জনীয়।
কাহারও কোন সেবার যে কষ্ট হয় তাহা
আনন্দে বরণ করা

তাহাকে ডাকা, তাহার উপর নির্ভর।

মাতৃবাণী

যেখানে থাকা তাঁহারই কোলে । জগতে সুখ
পাইতে হইলে তাঁহাকে পাওয়ার ইচ্ছা করা ।
সংসার ত এইরূপ, দেখলেই তো । দিনকে দিন
দুঃখের সাগর আসছে তো । ইহাকেই সংসার
বলে ।

—

সংচিন্তার দ্বারা যেখানে সেখানে কর্মক্ষয়ের
পন্থা থাকে বই কি ? গন্তব্য স্থান যতক্ষণ অপ্রাপ্ত
ততক্ষণ কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম আশ্রয়ে কর্মানুযায়ী
ফলটি ভোগ্য হতেই হবে ।

—

আশার নাশই সর্বনাশ । সেই সর্বনাশ কোথায়
হল ? বাসনা আশায় ত গট্ গট্ (গজ্ গজ্)

মাতৃবাণী

করছে। করাটা যে স্বাভাবিক জীব স্বভাব।
 নির্ভরটা সব চেয়ে আনন্দ দায়ক। সে আশ্রয়
 গ্রহণীয়। তিনি যখন যা' করেন সব যে মঙ্গল
 — এটা স্মরণ রাখতে পারলে শান্তি।

যত বেশী সময় ভগবানকে ভাবা যায় ততই
 লাভ। সংসার যেখানে, অভাব সেখানে। মনটাকে
 তাঁর চরণে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় লাগাইয়া রাখিতে
 পারিলে শান্তির আশা।

সংসারে শান্তির আশা বৃথা। কেবল তাঁকে নিয়ে
 থাকতে চেষ্টা। কর্তব্যজ্ঞানে সব সেবা করা।
 সংসার ত সুখের জায়গা নয়। শান্তির আশায়

মাতৃবাণী

—

একমাত্র ভগবদ্ চরণ আশ্রয়।

—

হরি কথায় মন রাখা। ঈর মন, ঈর
 প্রাণ, ঈর দেহ তাঁ'কেই সমর্পণ করে শান্তি।
 দুনিয়ায় শান্তি চাইলে দুঃখ পেছনে সঙ্গে থাকবেই।
 সাধুবৃত্তি অবলম্বনের চেষ্টা, অর্থাৎ সংভাব,
 সংবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকা। বাজে চিন্তা করে
 কেন শরীর ও মন নষ্ট করা? তিনি যাহা
 মঙ্গল তাহাই করেন। শুধু বাসনা, চাওয়া নিয়ে
 কেন দুঃখ টেনে আনা? যখন যে ভাবে থাকা,
 এই ঠিক, এই ভাবেই আমার প্রয়োজন ছিল,
 এই ভাবে রেখেই তিনি আমার চরণে টানবেন,
 তাই নিষেই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা। কেবল তাঁ'কেই
 হৃদয়ে রাখা।

মাতৃবাণী

৪ ভগবৎ নাম এবং ভগবৎ চিন্তা ব্যতীত পৃথিবীতে
শান্তির আশা নাই। কর্তব্যকে প্রধান করে
নেওয়া। যিনি সর্বদুঃখ হরণ করেন, যেখানে
রাম, সেখানে আরাম। যেখানে নাই রাম সেখানে
ব্যারাম।

যে নাম, যে রূপ ভাল লাগে সর্বদা করে
যাওয়ার চেষ্টা। মনটা কেবল ভগবানের দিকে
রাখা, তবেই শান্তির আশা।

মা বলিলেন, “উহাকে লিখে দে, সত্য কথা
বলিতে হইলে বলা যে, পরমার্থ লক্ষ্য করিয়া
এ শরীরটার কাছে কেউ কেউ আসে ত। বাসনা

কামনা লইয়া ত বহুই আসে। সংসারের রূপ যাহা
 তাহা দেখিয়া এখনও কি আর সংসারে মন রাখিতে
 হয়? উপস্থিত যথাসাধ্য ভগবানের সেবা জানে
 কেবল সেবা করার চেষ্টা করে যাওয়া। দুঃখের
 সাগরে আর মন কোথায়ও বাঁধিতে নিষেধ লিখে দে।
 বিশেষ চেষ্টা করে যেন। মনটা সংসারে বাঁধিয়াই
 না বেচারার এত কষ্ট। সব অজ্ঞানেরই ব্যাপার।
 যে ভাবেই হোক ওর খবরাখবর যেন জানায়।
 উহার ত দুঃখ কষ্ট জানাবারও জায়গা নাই।
 এগুলি সবই যে কর্মফল। তিনি দুঃখ দিয়ে দুঃখ
 হরণ করেন, বিপদ দিয়ে বিপদ নাশ করেন। আর
 ত এমনটা দিবেন না — এইটি সর্বদা মনে রাখা।
 আর সত্যি কথা, অমৃতের সন্তান তাঁ'কেই ভাবতে

হয়। তা' ছাড়া যে শান্তির আশা আর নাই, নাই,
নাই, — যাতে শান্তি পাবে, আবরণ নষ্ট হবে,
বিপদহারীর প্রকাশ হবে। বিপদ ভঞ্জন
শ্রীমধুসূদন। সেই যে আপন একমাত্র হৃদয়ের ধন।

সংসারের এই রূপ। অশান্তিপূর্ণ জীবন। ভগবৎ
চিন্তা ছাড়া শান্তিরও যে আর আশা জগতে নাই।
জগতের রূপই যে এই। পিতামাতারই সব রকমেই
দুঃখের সাগর। দীর বীরের মত ধৈর্যের আশ্রয়
নিতেই হবে। ভগবানের জন্ত ভগবানকে ডাকা।
তবেই শান্তির আশা।

যেখানে মন রাখলে শান্তি, যা' দেখলে

মাতৃবাণী

শান্তি, বা যা' গুনলে শান্তি, সেই শান্তিময়ের সাড়া
সর্বদা থাকলেই তবে না শান্তির আশা।



মার সেবা নিয়ে থাকা ত ভাল কথা। মনটা
ভগবানের চরণে লাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা তবেই
অশান্তির ছায়া শিথিল হওয়ার আশা।



বাবাকে লিখে দে, সবচেয়ে স্বয়ং যে। যেখানে
যে ভাবে প্রকাশ কেবল তৎ দর্শন রূপটি প্রকাশের
চেষ্টা। দর্শক বাদ কোথায়? বাদাবাদ রূপটিও ঐ
ত। অভাব রূপটিও সেই যে। প্রত্যক্ষের জগৎ
স্বভাবে জাগিয়া থাকা।



মাতৃবাণী

তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার বিধানে জগতে সবকিছু ।
 তাঁহার নিজ সব । কর্মগতিকে যেখানে যে অবস্থায়
 প্রয়োজন প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে । তাঁহারই উপর
 নির্ভর, তাঁহাকেই স্মরণ সর্বাবস্থায় কর্তব্য । তিনি
 বিপদ দিয়ে বিপদ নাশ করেন । দুঃখ হরণ, কাল
 হরণ, তাঁহাকেই শরণ লওয়া । তবেই শান্তির আশা

—

ভগবানের দিকই ত মানুষের শান্তির আশা ।
 সংসারের রূপ যে এই । সংসারে শান্তির আশা
 বৃথা । মনের সরলতা না থাকিলে ধর্মের দিকটাও
 ঠিক ঠিক ধরিতে না পারার জন্য অনেক সময়
 এইরূপ অবস্থা আসিতে পারে । কোন দিকই ঠিক
 ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না । সর্বাবস্থায় কর্তব্য

মাতৃবাণী

ভগবানের উপর নির্ভর রাখা। তাঁহার কাছে
প্রার্থনা করা।

—

সব বাজ্ঞাটের ভিতরেও ভগবানের উপর নির্ভর
রাখা। জপ, ধ্যান করা। আত্মোন্নতির চেষ্টা করা।
সংসারের ভাব রূপ নিয়ে সুখী হয়ে কেউ কখনও
ভগবান লাভ করে না। যাকে ভাবলে যার রূপ
হৃদয়ে রাখলে শান্তি তাঁকেই স্মরণে রাখা। যতক্ষণ
বিষ্ম নাশন রূপে প্রকাশিত না হন ততক্ষণ তাঁকেই
ধরে থাকবার চেষ্টা।

—

গুরু ভগবান, তিনি স্থান দিয়াছেন। তাঁহার
উপর নির্ভর রাখা। তাঁহার কৃপা আশীর্বাদ সর্বদা

মাতৃবাণী

বর্ষণ হচ্ছে। তাঁহার দিকে উন্মুখ হইয়া থাকিতে হয়। যত জপ ধ্যান ও তাঁহার স্মরণ ইত্যাদিতে মন রাখা যায় ততই মন শান্ত হওয়ার দিকে।

সংসার যাত্রায় কেহ কখনও সুখী হয় না। পরমার্থ যাত্রাই পরম সুখের রাস্তা। সেই নিজের পথে নিজে চলবার চেষ্টা করা যেখানে সুখ দুঃখের প্রশ্ন নাই — অভিমানশূন্য পরমানন্দের দিক।

মাতৃবাণী

বিপদে করণীয়

বাবাকে লিখে দে উপস্থিত যে এই রকম তার
স্বরূপ প্রকাশ হওয়ার। সকলকেই বলবে কেবল
ধৈর্য্যের আশ্রয়ে সর্ব বিষয়ে তাঁ'র চরণে নির্ভর।

সর্বরূপে, সর্বভাবে তিনিই ত। যখন যা'
হচ্ছে, হয়, তিনি করান, তিনিই করেন, তিনিই
গুনেন। সর্ব বিষয়ে তাঁ'র উপরে কেবল নির্ভর।

বিপদ মানুষ্যের উপরেই ত আসে। বীরের
মত ধৈর্য্য শৌর্য্যের আশ্রয়। তাঁ'র বিধান, সেই
জ্ঞানে তাঁ'রই শরণ নেওয়ার চেষ্টা।

মাতৃবাণী

বাসনাই দুঃখের কারণ, তাঁ'কে প্রাপ্তির ইচ্ছাই
সুখ। ভগবান ধুয়ে মুছে তাঁ'র কোলে নেন কি
না। এই কষ্ট যে সুখের জন্ম। সর্বদা তাঁ'কে
স্মরণে রাখা।

হঠাৎ একটা কিছু করতে নাই। ধৈর্যের
আশ্রয় গ্রহণীয়। তিনি যা' দেন, তাঁ'র দান বলে
মাথা পেতে লইতে চেষ্টা করা।

ভগবান অনেক সময় বিপদ দিয়ে বিপদ
নাশেন। সর্বাবস্থায় তাঁ'র উপর নির্ভর করণীয়।
ভগবানের নামে কখনো কারো খারাপ হয় না।
কর্ম যোগাযোগে যতটুকু যা'র ভোগ। ঠাকুরের

মাতৃবাণী

নাম করলে সব কাজেই মদল হয়।

ভগবান যখন যেখানে যে ভাবে রাখেন সবই মদল ভাবতে হয়। তাঁহার উপর নির্ভর রেখে সর্বদা চলার চেষ্টা। তিনিই যে পালক, চালক, যথাসর্বস্ব।

বিপদের সময় ধৈর্য ধরা চাই। আপদ বিপদ মানুষেরই আছে। উহাতে যে বীর ধীর হ'তে পারে সেই জিতে যায়। সময় এক রকম থাকে না। এই সময় তাঁহার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়া কাটান দরকার। কে জানে তিনি কি বিপদ দিয়া কি বিপদ কাটাইয়া দেন। কোন কোন সময় তিনি

মাতৃবাণী

বিপদ দিয়াই বিপদ হরণ করেন। এইজন্য তাঁহার
নাম বিপদভঞ্জন।

দিন ত এক ভাবে যায় না। নিরাশ হইয়া
মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে নাই। তবুও তাঁহারই উপর
ভরসা নির্ভর। সুবিধায় অসুবিধায় তাঁহাকেই ডাকা।
মাটিতে আছাড় খাইয়া আবার মাটি ধরিয়াই উঠে।
কাজেই সর্ব বিষয়ে চেষ্টাই কর্তব্য।

বিপদকে বিপদ বলে মনেই না করা। বিপদ
মনে করাই পাপ। কিসের বিপদ? তিনি যা
করেন সবই মঙ্গল। কোন অবস্থাতেই মানুষের
ভেদে পড়িতে নাই। সর্বক্ষণ কেবল মনে করা —

মাতৃবাণী

‘গুরুদেব, তুমি আমার জন্ত যাহা ভাল তাই করেছ’।
 এ সব জগতে হয়ে থাকে। ধনের মানের উপর
 দিয়া যদি ঘেয়ে থাকে যাক। প্রাণগুলি ঠিক থাক।
 ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

সব সময় ধৈর্যের আশ্রয়। হে ভগবান, তুমি
 যা’ কর সবই মঙ্গল। সহ্য করিবার শক্তি প্রার্থনা
 করা। ভগবৎ কৃপা বিনা কিছুই নাই। সবই
 ভগবৎ কৃপা। ধৈর্যের আশ্রয়ে সব সহন করিয়া
 তাঁ’র নাম নিয়া আনন্দে থাকা।

জগৎ ত, গতিই স্বাভাবিক। এক ভাবে সময়
 যায় না। সময় কখাটাঁ যেখানে সেইখানেই ত

মাতৃবাণী

নিবন্ধ কাল। কালাতীতে না গেলে কালের হাত
 হ'তে কি এড়ান যায়? যে মুহূর্তে দুঃখ বেদনার
 প্রকাশটা হয় সে মুহূর্ত যদি কাল গ্রাস না করতো
 তা' হলে কি শরীর ধারণ করবার উপায় ছিল?
 সংসার এ রকমই। ঘরে ঘরে কোন না কোনরূপে
 এই ঘটনা নিত্য ঘটে যাচ্ছে। নিজেকে নিজেকে
 সান্ত্বনা দেওয়া — এই জায়গার এই রূপ। বিদেশে
 থাকা হবে অথচ বিদেশের কষ্ট হবে না এ কি করে
 হয়? আপন সেই স্বদেশ যেখানে শোক, দুঃখ,
 হিংসা, ঘেব, বিদেশের প্রশ্ন নাই। সেই স্বদেশে
 স্বভাবে আপনাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করাই
 মানুষের একমাত্র কর্তব্য। বীর ধীর হওয়া চাই।

মাতৃবাণী

বাবা মাকে জানাইয়া দে-যা'র যা'র কৰ্ম
সংস্কার নিয়ে সে সে জনগ্রহণ করিয়াছে। স্নুস্নু
অস্নুস্নু সংসারে আছেই। বাবা মা-ত এত দেখিয়া
আসিতেছে। ধৈর্য্য ধরিতে হইবে। এত চঞ্চল ও
অস্থির হইলে শান্ত মাথায় যত চলিবে কি করিয়া ?
মন খারাপে শরীর অস্নুস্নু হইয়া পড়িলে অস্বাস্থ্যের
দিকটাই ত বাড়িয়া যাইবে। ভগবানের সব, তিনি
দিয়াছেন সেবা করিতে। যথাসাধ্য কর্তব্য পালন
করিয়া যাওয়া। যাঁহার সকল তাঁহার উপর নির্ভর
রাখার চেষ্টা। বাবা মা কি জানে না যে ব্যস্ত
হইলে কোন কাজ ভাল হয় না ? ব্যস্ততা মানে
মনের অশান্ততা। চিন্তা আসাটা ত স্বাভাবিক,
পিতামাতা ত। কিন্তু বিচার করিবার চেষ্টা করিতে

মাতৃবাণী

হয়। সবই যে তাঁহার, ব্যবস্থাও তাঁহারই। নিজেরা
 চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারিলে ত সকলেই
 ইচ্ছা মত সব করিয়া লইত। কাজেই যাঁ'র সব
 তাঁ'র উপর নির্ভর রাখার চেষ্টা। যথাসাধ্য কর্তব্য
 পালন।

উহার এত মন খারাপ কেন? অনিত্য
 সংসার, তার জ্ঞান এত ভেবে মন খারাপ করা
 কেন? কর্তব্য পালন করিয়া যাওয়া বীর ধীর
 হইয়া। তিনিই সব করাইতেছেন, এইটি মনে
 রাখা। তিনি যা করাইবেন তাই ঠিক। তাঁ'র
 হাতের যন্ত্রবৎ নিজকে রাখার চেষ্টা। এত চিন্তা
 করা না।

মাতৃবাণী

সব বিষয়েই ভগবানের উপর নির্ভর। মনের
আবেদন নিবেদন তাঁ'কেই জানান। চিরকাল
ভগবানের পিছনে ঘুরতেই হবে। উপায় নাই,
নিরুপায়। তাঁ'র সৃষ্টি কি না। তিনি যখন যা
করেন সব মঙ্গলের জন্ম। বাছিয়া নিজে মঙ্গল
মনে করিয়া নিলে ত হবে না। অমৃতের সন্তান,
সে মৃত্যুর দিকে যেতে দিবে কেন?

“ভগবান মৃত্যু মুখ হইতে এখনও রক্ষা
করিয়া রাখিয়াছেন,” ভাগ্য। ভগবানেরই উপর
নির্ভর করা। বাসনা জনিত যে কষ্ট, বাধাবিলম্ব
আসে, সেগুলির ভিতরেও তাঁহারই করুণাহস্ত সত্য
বলিয়া মানিয়া নিতে হইবে। অস্থির হইলে চলে
না। অস্থির হইতে হয় ভগবানের জন্ম — তাঁ'র

মাতৃবাণী

সাদা এখনও পেলাম না। অমূল্য সময় বৃথা চলে
যাচ্ছে। বিষয় বাসনার অস্থির হইয়া মন ও শরীর
ক্লিষ্ট করিতে নাই।

—

বাবাকে লিখে দে, বাবার কথাটা কেবলই
থেয়ালে আসছে। বাবাকে নিজে নিজেই মনটাকে
শক্ত কর্তে হবে। কেবল মনে রাখতে হয়, 'পারছি
না পারব না' — এদিকে যাবই না। আসবে এ সব;
আমি পারবই। সে যে ভাবে রাখে সে ভাবেই
থাকব। ষাঁ'র সৃষ্টি, ষাঁ'র দেহ তাঁকে অর্পণ করে
বাস্ শান্তভাবে প্রায় সময়ে শবাসনে স্বাসে চালিত
মস্তিষ্ক ভাবনা করে একত্রঙ্গ দ্বিতীয় নাস্তি এ'টিতে।

মাতৃবাণী

বাবার কাছে সোজাসুজি লিখে দে না, কারুর
through দিয়ে দরকার কি ?

—

কাহারও অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া মা লিখিয়া
দিতে বলিলেন, — “কেবল তাঁ’র উপর নির্ভর।
যে অবস্থায় থাকা কেবল তাঁ’কেই স্মরণ করা।
ঠাকুর, তুমি রোগরূপে এসেছ। সইবার শক্তি
দাও, ধৈর্য্য দাও। তুমি যে এইরূপে তাহা বুঝিতে
দাও। এই প্রার্থনা ভগবানের কাছে করা।”

—

সব বিষয়েই ভগবানের উপর ছাড়িয়া দিক।
তাঁ’র হাতের জিনিষ তাঁ’র যা’ ইচ্ছা করুক। নিজের
ইচ্ছা রাখাই ত দুঃখের কারণ। পরের উপর

মাতৃবাণী

নির্ভর করিতে হইবে এ সব ভাবিয়া মন খারাপ করা কেন? শরীরটা কি আর নিজে তৈয়ার করেছে? যা'র শরীর তাঁ'র স্বাধীন ইচ্ছা। যা' ইচ্ছা করুন না। যথাসাধ্য ধৈর্য ধরিয়া দেখিয়া যাইবার চেষ্টা করা। মন ভাল থাকিলে শীঘ্র শীঘ্র আরাম হয়। চক্রধারীর চক্রে এইরূপ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, কি করা? যা' হয়ে গেছে তাঁ'র ইচ্ছাই পূর্ণ হউক এই ভাব রাখা। এই অবস্থায় তাঁ'কেই স্বরণ।

মানুষ মাত্রেই সুসময় দুঃসময় একভাবে যায় না। ঐ ভাল সময়ও যেমন থাকে নাই এ সময়ও কি থাকবে? উপস্থিত ধৈর্যের আশ্রয়ে ভগবানের

মাতৃবাণী

উপর নির্ভর রাখিয়া চলবার চেষ্টা করা। ইচ্ছাময়ের
ইচ্ছাই পূর্ণ হয় ত। তাঁহাকেই সর্বাবস্থায় শরণ
রাখবার কেবল চেষ্টা।

কর্মচক্রে মানুষের এই দুর্গতি। কর্তব্য সংকর্ম
করা। কর্মফল তিনি ত ছাড়েন না। পিতামাতা
ধর্মনিষ্ঠ। তাহারা সব বজায় রাখিয়া আজ গত।
এই দুঃসময়ে তাঁহারই শরণ নেওয়া।

মাতৃবাণী

শোকে সান্ত্বনা

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই যে পূর্ণ হচ্ছে সর্বক্ষণ।
 সৃষ্টির বিধানই যে এই। জগৎ মানেই গতি —
 দুঃখ, ক্ষণিক সুখ, শোক। এই শরীরের সৃষ্টি যে
 ভোগের জন্ম। রকমারি করে জগতটাকে দেখছ
 তো? দুর্গা বলে যে যাত্রা করতে পেরেছে তা'র
 জন্ম শোক ও চোখের জল ফেলতে নাই; অন্ততঃ
 বিশেষ চেষ্টা। কাঁদতে হয় ভগবানকে ডেকে কাঁদা।
 ভাগ্য যে শেষ মুহূর্তটি তাঁ'র নাম নিয়ে। তাঁহার
 চরণে সর্বক্ষণ মন রাখতে চেষ্টা। গুরুকৃপা
 প্রার্থনীয়। কেবল সর্বক্ষণ শ্রীগুরুর চরণ স্মরণীয়।

মাতৃবাণী

সংসারের স্বরূপটা এইরূপই যে। বীরের মত
 ধৈর্যের আশ্রয়ে নিজেরা শান্ত হবার চেষ্টা কর্তেই
 হবে। এক ভগবদ্-চিন্তার আশ্রয় ছাড়া শান্তির
 আশা নাই-ই যে। এই ভাবটি দৃঢ়তার সঙ্গে রাখা।
 যাঁর বিধানে সব কিছু হচ্ছে তাঁর আশ্রয় মানুব
 মাত্রেরই সর্বাবস্থায় নেওয়া কর্তব্য।

(ওর) শরীরের জ্ঞান কামা, অনুতাপ না হয়
 কেবল চেষ্টা। সকলেরই কিন্তু এ যাত্রা। নিজের
 নিজের পথের সম্বল প্রয়োজন। যাহারা তাঁহার
 আশ্রিত তাহাদিগকে তাঁহারই চরণে ফেলে রাখা।
 তৎজ্ঞানে সেবা। কেবল নির্ভর।

—

কাহারও মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মা লিপ্তে বলেন

মাতৃবাণী

— “এই সংসারের নিয়ম। ধৈর্যের আশ্রয় নিতেই হবে। সংসারের রূপ যাহা দেখা হইল ত? ভগবানের দিকে মন রাখিলেই শান্তি। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক জপধ্যানে যত বেশী সময় দেওয়া যায় দুর্নিপাক হইতে বাঁচিবার আশা।

—

কোন ভক্তের পত্নী বিয়োগে মা বলিলেন,
“বাবাকে লিখে দে — বাবা ভাদ্রিয়া পড়িলে চলিবে না ত। আজ এই ছেলেমেয়েদের সামলাইবে কে? মা ও বাবা—দুইভাবেই বাবাকেই যে সামলাইতে হইবে সব দিক। বীরের মতন ধীর স্থির গম্ভীর ভাবে উপস্থিত যাহা কর্তব্য সে সব করিয়াই যাইতে হইবে। কেবল ধৈর্য্য, ধৈর্য্য, ধৈর্য্য! এই ত

মাতৃবাণী

সংসারের রূপ। * * * আত্মার ধ্বংস কোথায় ?
 সর্বোপরে যে সেই প্রাণবায়ু এবং আত্মা।
 শরীরেরই ত পরিবর্তন। শরীর যাহা সরে যায়,
 নিত্য থাকে না। এ কথায় এ সময় মনে মানে না
 সত্য ; মনের ধর্ম হু হু করা, হাহাকারে ছট্ ফট্
 করা। কিন্তু নিজেকেই নিজে সামলাইতে হইবে
 উপায় কি ?

—

কোন ভক্তের মাতৃবিয়োগে মা বলিলেন, —
 “বন্ধুকে লিখে দে — লক্ষ্মী, ভাগ্যবতী, স্বামী, পুত্র,
 কণ্ঠা সকলকে রাখিয়া আজ শান্তিধামে উর্দ্ধ গতিতে
 তাহার শরীরের জগ্গ কান্না ও দুঃখ করা উচিত নয়,
 যদিও কান্না আসা স্বাভাবিক। ধৈর্য্য ধরিতেই

মাতৃবাণী

হইবে। পিতামাতার যেমন সন্তানেরা আনন্দে ও
 শান্তিতে থাকে সে দিকে লক্ষ্য থাকে, সন্তানদেরও
 তাহাই কর্তব্য। * * * বাহাদের পরম স্থিতি লাভ
 না হয়, গতির ভিতর থাকে, ইহলোকে দেহ লক্ষ্য
 করিয়া কান্না এবং আকুলি বিকুলিতে তাহাকে কষ্ট
 দেয়, অর্থাৎ বিশেষ কষ্ট হয়। প্রকাশ হইতে পারে
 না, কিন্তু কষ্টবোধ। প্রিয়জনকে ত' কষ্ট দিতে নাই।
 এইটি মনে করা আমার মা, আমার আত্মা। যার
 থেকে সৃষ্ট হয়েছে তাঁহার শান্তিই নিজের শান্তি মনে
 করিতে হয়। ভগবানের বিধানই এই গতি ত।
 তাঁহার জন যে। তাঁহার যে ভাবে ইচ্ছা, যেখানে
 সেই ভাবে, সেই গতিতে, সেই স্থিতিতে রাখবে ত।
 * * * বাবার কাছে মন খারাপ করিবে না।

মাতৃবাণী

সুন্দর করিয়া সকলের সেবা করিবে। ভাবিবে সেবার ভার ভগবান আমাদের দিয়াছেন। বাবার মন খারাপ হইতে দিবে না। তোমাদের মুখে দুঃখের ছায়া দেখিলে বাবার কণ্ঠ আরও বাড়িয়া যাইবে ইহা মনে করিয়া বাবার কাছে নিজেরা সামলাইয়া থাকিবে।

মা বলিলেন, “বন্ধুকে লিখে দাও যেই পথে শান্তি সেই পথেরই সে যাত্রী। যাত্রা করিতেই হইবে যেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, সবই বর্তমান। কা’র মৃত্যু? কে মৃত্যু রূপেতে? সেই দিকটা প্রত্যক্ষ না হ’লেত এই দুঃখের সাগর হইতে মুক্তি নাই। ষা’র স্মরণে এই দুঃখের চিরন্তনে

নিবৃত্তি সেই দিকটা নিয়েই বন্ধু যেন অবিরাম থাকতে চেষ্টা করে।”

—

সর্বরূপে সেই যে স্বয়ং। যদিও তাহার শরীরের জন্ত দুঃখ হয়, তবুও তাহার উপলক্ষ্যে ভগবানকে ডাকা। তাঁহার যে মঙ্গলের দিক। বাবার যে এতটুকু সময়ই ছিল। মাকে যেন বলে দেয় সংসারের এই রূপ। ধৈর্যের আশ্রয় নিতেই হবে। ভগবানের ইচ্ছাতেই যতটুকু সেবা করিয়া আজ ভগবানের বিধানে ভগবানের কাছে। শোকে অধৈর্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শত্রুর মত লাগিলেও সেই যে প্রিয় প্রাণ। তাঁহার দান সহিতেই হইবে। মাগো, ছোট্ট মেয়েটার আবদার

এই, অধৈর্যের সময় ভগবানকে ডেকে ডেকে কাঁদা।
 তিনিই যে ভাইরূপে, পতিরূপে যাহার যাহার
 কাছে। তাঁহাকে ডাকিলেই শান্তি।

—

তাঁহাকে সংসার ভাবে পাওয়া যাবে না বলিয়া
 তাহার শরীরের জন্ত দুঃখ করা না। প্রিয় জনের
 কর্তব্য এই — তাহার উদ্ধার গতি প্রার্থনা। আর
 যখনই শরীরের জন্ত কান্না আসে তখনই ভগবানকে
 ডাকিয়া কাঁদা। ভগবানের জন্ত কাঁদিলেই সকলের
 আশা। আর স্ত্রী ও পুত্রের যাহা শাস্ত্রীয় কর্তব্য
 ইহা যেন সুন্দর করিয়া পালন করে।

—

কোন ভক্তের ছেলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর

সংবাদ পাইয়া মা বলিতেছেন — “মা বাবাকে লিখে
 দে উপস্থিত ধৈর্যের আশ্রয়ে এই নিদারুণ শোক
 ধীর স্থির ভাবে সহন করা ছাড়া উপায় ত নাই।
 ভগবৎ রাজ্যের যাহা বিধান। কখনও কখনও
 বিশেষ অভিসম্পাতে এই জাতীয় ঘটনা ঘটবার দিক
 থাকে কিন্তু। এই জগতের জীবনের ধারাই ত এই
 সব সুখ দুঃখ ভোগের। ভোগ দেহ যে। সেই
 জন্ম মনুষ্য জন্ম পেয়ে সুখ দুঃখের অতীত রাস্তাট
 খোলবার দিক নিয়ে চলবার চেষ্টা সর্বক্ষণ কর্তব্য।
 হাঁ, অনেক সময় বিপদ দিয়ে বিপদ নাশ করে তিনি
 তাঁর দিকে টেনে নেন।

যে এসে আজ এই দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করল
 ও নিজের যতটুকু পেল তাহার দিক দিয়েও গভীর

মাতৃবাণী

ধর্মের ফল ভোগ বলতেই হবে। কিন্তু আজ এই
 আঘাতের ভিতর দিয়েও তাহার গতি উদ্ধলোকের
 দিক, এইটি মনে রাখা। আর তাঁহারই কাছে
 আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করা। সং আশ্রয়ের সন্তান;
 বতটুকুই হোক সংসঙ্গও ত। বাবার জানাই আছে
 আত্মার ধ্বংস নাই। শরীরেরই ত এই পরিবর্তন।

আর এ শরীর ত সাধারণ ভাবে ভূত ভবিষ্যত
 বলে না বাবা মার ত জানাই। বাবা মা যেন একবার
 স্মরণ মত একটু তীর্থস্থানে ঘুরতে চেষ্টা করে।
 মা বাবার যদিও অসহনীয় কষ্ট — পুত্র শোক —
 তথাপি ভগবৎ চিন্তায় মন দিয়ে শান্ত হবার চেষ্টা
 চাই-ই; আর একটি কথা — মা অথবা বাবা যেই
 হোক নিত্য যেন একটু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে।

মাতৃবাণী

শেষ হলে আবার আরম্ভ — এই ধারায়। আর
পাঠ করবার সময় মনে যেন রাখে সে কাছেই পাঠ
গুনছে।

মাতৃবাণী

গুরু এবং দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মাষ্টার প্রফেসার না হ'লে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের
বিজ্ঞা লাভ হয় না ; তেমন গুরু না হ'লে ব্রহ্মবিজ্ঞা
লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক উন্নতি, মুক্তি, যা' কিছু,
সবের ঐটুকুই যে সমস্তা।

যে ভাবেই হোক গুরুরূপা প্রয়োজন। বর্তমান
গুরু লাভ না হয় মানুষমাত্রেরই কর্তব্য — সর্বরূপ
তাঁ'র রূপ, সর্ব নাম তাঁ'র নাম, সর্ব ভাব তাঁ'র ভাব,
সেই ভাবে তাঁ'কে ডাকা ও তাঁ'কে পাওয়ার চেষ্টা
করা।

দীক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা ইহার উত্তরে

মাতৃবাণী

মা বলিলেন, — “দীক্ষার প্রয়োজন হইলে সময় মত
হইয়াই যায়। ভগবৎ চিন্তাতে থাকার চেষ্টা। গা’
প্রয়োজন তিনি সময় মত করেন এই বিশ্বাস রাখা।”

গুরুর উপর বিশ্বাস রেখে গুরুদত্ত বীজ জপ
করা। ইষ্ট ধ্যান করা। ইষ্ট নিষ্ঠা প্রয়োজন।
বার বার দীক্ষা নিলে কি হয়? যে রূপেতে তিনি
প্রকাশ হয়েছেন তাহারই পূর্ণ প্রকাশের জন্য
বিশেষরূপে চেষ্টা করা আবশ্যক নয় কি? কখনও
কখনও সম্ভব হইলে সংসদ করা।

মাতৃবাণী

ভূতপ্রের ভয়

ভগবানের নামে কোন ভূতপ্রের থাকতে পারে না। ভগবানের নাম ত সর্বদুঃখ এবং দোষ নাশক। সেই নাম করবে। সন্ধ্যা সকাল ত করবেই, আর মনে মনে নাম রাখবে। বিশেষ করে বুঝতে চেষ্টা করবে আর বিশ্বাস রাখবে যে কোন আপদ বিপদ থাকে না।

ভৌতিক ব্যাপার যা' মনে হয় এগুলির দিকে মন না রেখে কেবল ভগবানের নাম ও তাঁ'র ধ্যানের দিকে মন রাখা। ভগবানের নামের কাছে কোন অপর শক্তি ক্রিয়া করতে পারে না। এটা সত্য

মাতৃবাণী

কথা আর দৃঢ় ভাবে মনে রাখা। যখনই ভগবানের নাম করবে সেই মুহূর্তে ভাববে অগ্নি বাজে শক্তি আমাকে ছুঁতে পারবে না। সেই সময় শারীরিক উদ্বেগ যদি বোধ কর, নিশ্চয়ই মনে মনে ভাববে শারীরিক ক্রিয়া মাত্র।

রাত্রিতে শুইবার সময় ঠাকুরের নাম করে যেন শোয়। তাতেও যদি ভয় হয় তা হলে যখন শুইবে গীতা চণ্ডী রামায়ণ মাথার কাছে রাখিয়া যেন ঘুমায়। আর যেন সর্বদা ভগবানের নাম করে ও মনে করে যেখানে ধর্মগ্রন্থ আছে সেখানে স্বয়ংই আছেন কোন ভয় সেখানে উপস্থিত হতে পারে না।

মাতৃবাণী

ভগবানের নামই বিধি । নামের কাছে কোন
ভূতপ্রেতের স্থান নাই ।

স্পিরিট ডাকাডাকি ঠিক না । অনেক সময়
অন্য আত্মা আসে । সাধারণে ধরতে পারে না ।
ইহাতে খারাপ হয় । একজন ত পাগল হয়ে
গেছে । মা মানা করেছিল তবুও করেছিল । ঠিক
ঠিক স্পিরিট প্রকাশ করা সাধারণের হওয়া কঠিন ।

মাতৃবাণী

বিবিধ

ভগবানের জন্ত যদি ভগবানকে ডাকা না হয়, পৈতা কেন যা' ইচ্ছা তা' বিসর্জন দেওয়া চলতে পারে এবং তা'র এইরূপ ইচ্ছা করে। কারণ ভগবানের জন্য ভগবানকে না ডাকলে, না চাইলে তা'র ভাব ত এ রকম হওয়া স্বাভাবিকই। তা'র স্বরূপ এই : আর ধ্বংস করার শক্তিই যদি থাকে, তবে বিলুপ্তিকে কেন এতক্ষণ তাই করছে না ? এক তৃণ উঠাবার শক্তি কারো নাই। সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। সাময়িক কষ্ট হলেও মদলময় মদল করেন। সাধারণ জীবের পক্ষে তা বুঝা কঠিন।

পৈতা গায়ত্রী ছাড়া ব্রাহ্মণের পক্ষে অকল্যাণ,

মাতৃবাণী

অমঙ্গল। নিজেরা আর মঙ্গলের পথ কতটুকু দেখতে পার? মঙ্গলময় যা' করেন সবই মঙ্গল।

—

আত্মীয় বিয়োগে কেহ উপবীত ত্যাগ করিলে শ্রীশ্রীমা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লিখাইতেছেন — “পৈতা কেলিয়া দিয়াছে? বেশ। উহার মনে যাতে শান্তি হয় তা'ই ত করবে। সংসারে স্বামী মরিলে সঙ্গে স্ত্রী যায় না, স্ত্রী মরিলেও স্বামী যায় না। পিতা মরিলে সঙ্গে সন্তান যায় না। আত্মীয় পরিজন কেউ কি গেছে, না যায়? এত প্রত্যক্ষই দেখল। আপন আপন কর্ম্মানুযায়ী আপন আপন গতিতে চলে।

আজ এই বিপদে কি আহ্বার চলে গেছে,

মাতৃবাণী

না স্ত্রী, পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন ত্যাগ হয়েছে ?
 নিজের পরণের কাপড়খানি ত্যাগ হয়েছে, না
 নিভাই ছাড়িয়া গিয়াছে, না জগতের সঙ্গে বাক্যা-
 লাপ শুরু হয়ে গেছে ? হাঁ, দুঃখের সাগর ত
 হয়েছে — তা ঠিক। তবে সঙ্গে গেল কি কেবল
 পৈতাটিই — যা' পিতামাতার স্নেহের ও আদরের
 দান, যা' অমূল্য, চিরন্তন পরমপদের সহায় ? আজ —
 উপলক্ষ্যে পৈতাটি গ্রহণ হলে — র স্মৃতিই হৃদয়ে
 জাগ্রত করে রাখত। তা'র উপলক্ষ্যে গ্রহণ
 হয়েছিল অমৃতের অনুকূলের প্রতীক। গ্রহণ হয়েও
 সেটি চলে গেল, ইহাও সাধারণের পক্ষে পরিতা-
 পের বিষয়। — র স্মৃতি স্বরূপও এটা রাখতে পারত।
 কাহারও জ্ঞান যেন ভগবানকে ডাকা না হয়।

মাতৃবাণী

যাহাকে পেলে সব পাওয়া হয় তাঁহারই জগুই
তাঁকে ডাকা, পৈতা নেওয়া।”

ব্রহ্মচারীদের দিবা নিদ্রা একেবারে নিষেধ।
হাসিঠাট্টাও সম্পূর্ণ বর্জন। অতএব মৌনটা
বেশী সময় রাখা দরকার। সাধুজীবন কিনা,
শীতটা একটু অগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করা। নিয়মিত
জীবন রাখিলে আধ্যাত্মিক দিকটা গাঁথিয়া যাইবে।

যাহারা ব্রহ্মচারী সাধু হইতে চেষ্টা করে তাদের
কিন্তু ত্যাগের ভাবটা রাখতেই হবে। আলস্য,
লালসা, প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা, অধৈর্য্য — বিশেষ বিঘ্ন।
এইগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত কাজ সেবা

মাতৃবাণী

বুদ্ধিতে করা। ব্রহ্মচারী সাধুর যাহা নীতি সেই
 দিকেও বিশেষ খেয়াল রাখা। লোকচক্ষে যাহা
 দৃষ্টিকটু হইতে পারে এবং নিজের যাহাতে একটুও
 অকল্যাণ হয়, সেই দিকেও যাইতে নাই।

কদল ধারণ করলেই হয় না, যতক্ষণ সন্ন্যাস
 না হবে। সন্ন্যাস নেওয়া আর হওয়া এক কথা নয়।

নিজের যথা শক্তি ধ্যান ভজনে মন লাগান ;
 বাকী তিনিই স্বয়ং করিয়া নেন।

যিনি মুখ দিয়াছেন তিনিই আহার দিয়া

মাতৃবাণী

থাকেন। সত্য পালন, তাঁহারই কথা শ্রবণ।

ঠাকুরের ভোগের বাসন ও নিজেদের বাসন
মাজা ইহা ত সর্বদাই চলিতে পারে, আর সাধু
জীবনে চলাও উচিত। সেদিন একটি ছেলেকে
দেখিলাম ও তার মুখে শুনলাম, ঠাকুর সেবার
বাজার করা হইতে আরম্ভ করিয়া বাসন মাজা, রান্না,
পূজা, তরকারী কোটা ইত্যাদি সব কাজ উহারই
করিতে ভাল লাগে। কেহ চাহিলেও দেয় না,
বলে, ঠাকুর সেবার কাজ আমি একলাই সব
করিব। আনন্দের সহিত করে। স্বাস্থ্যও ভালই
দেখা গেল। ইহাতে মন ভাল থাকে। ঠাকুর
সেবার কাজ কিনা। সেবার কাজেই ত চিত্তগুহা

মাতৃবাণী

হয়। শরীরের এই চালনায় মন ও শরীর ভাল থাকে।

আবার সময় মত পড়াশুনা সংসঙ্গ ইত্যাদি করিবে। অবসর দিবে না মনটাকে কলুষিত চিন্তা করিবার। ছেনেটির খাওয়া দাওয়ার অভাবও যথেষ্ট। একটি ফল কেহ দিলেই মহাখুসী। গোপীবাবাও এই জাতীয় কথা বলিলেন যে, এই অভাবের ভিতর দিয়াই ভগবানের উপর নির্ভরতা ইত্যাদি সাধনার অনুকূল আসে। এই পথে এই ভাবে চলা ভাল। স্বচ্ছলতায় ত গৃহস্থাশ্রমে অনেকেই আছে। রাগ অভিমান এই সব এই পথের অনুকূল নয়। নির্ভরতাই অনুকূল। আর তিনি আমার জ্ঞান যা করেন তাই আমার মদনকর

মাতৃবাণী

এই ভাব সর্বদা রাখা। নিজের ত জানা নাই
 কিসের ভিতর দিয়া ভগবান টানেন। এক পোয়া
 দুধ খাওয়া আর দুই বেলা ভাত রুটি ইত্যাদি
 খাওয়া। ছানা বা আধসের দুধ খাওয়া ত এতদিন
 দেখা গেল। বিশেষ কিছু অনুকূল দেখা যাইতেছে
 না। এখন আবার কয়েক দিন সহজ ভাবে খাইয়া
 থাকিয়া চলিয়া কিরিয়া দেখা যাক না কি হয়।
 ভগবানের দিকে মন বিশেষ ভাবে রাখিতেই
 হইবে, তিনি যে ভাবেই রাখুন। ভগবানেতে মন
 রাখিলেই জগতের কোন অভাব অভিযোগ, মান
 অপমানের প্রশ্ন উঠিবে না। সুস্থ শরীর সুস্থ মন ;
 ভগবানেতে মন যত বেশী থাকিবে ততই অনুভব
 করিবে। ভগবৎ কথা নিয়া আলোচনা, সহজ
 খাওয়া পরার ভিতর দিয়া নিজকে তৈয়ার করিতেই

মাতৃবাণী

হইবে। শান্ত সুস্থ হওয়া চাই। ভাবিতে হয় তাঁহার
ভাবনা। কাজ করিতে হয় তাঁহারই সেবা। ভাল
ছেলে ভাল ভাব যেমন উহার তেমন সব রকমই
হওয়া চাই। অভাব অভিযোগের দিকে মনটা
রাখিবেই না। যখন যেমন তখন তেমন। তাহা
হইলেই শান্তি ও শান্ত ভাবের আশা।

তোমাদের প্রোগ্রাম ও সমবেত ক্রম ধারায়
মৌন — এসব গুনিয়া মা আনন্দ প্রকাশ
করিলেন। আরও বলিলেন, “হাঁ, লক্ষ্মী ছেলের
মত উহার ভগবৎ ভাব নিয়া দিবা রাত্র কাটাইলেই
ত আনন্দের কথা। যাত্রীদের যাত্রায় চলাটাই ত
চাই। ভগবৎ ভাব নিয়া সময় কাটান এই ত
যাত্রা পথ চলা।”

মাতৃবাণী

দুঃখের আবেদন নিবেদন ভগবানের কাছে
প্রার্থনা করিবে। তাঁ'কেই সব জানাইবে। তিনি
যে মঙ্গলময়।

—

যা'র যা'র ভাগ্য অনুসারে সব হয়ে থাকে।
ইহা ত মানিয়া নিতেই হ'বে। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,
যা'র যা'র কৰ্ম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়া-
ছেন, তাহার সেই ভোগ করিতেই হইতেছে, হইবে,
উপায় নাই। যে হেতু শরীরের সুখ পাইতেছে না
সেইজন্তু সেই পরম পিতা, পরম মাতা, পরম বন্ধু,
স্বামী, সেই যে তিনি, তাদের নামও নিতে ইচ্ছা
না করা, নেয় না, ইহা কি সুকৰ্ম পুষ্টি করা?
আবারও ভোগ করিবার জন্তু? যা বাবা ত যাহা

মাতৃবাণী

ভাল বুঝিয়াছে তাহাই দেখিয়া শুনিয়া করিয়াছে।
কর্ম ত আর গড়িয়া দিতে পারে না।

চরিত্রবল মানুষের মহাবল। সেই বলেই
জগতের দিক দিয়া অনেক দিকেই জিত।

পুরুষ, বীরের মত থাকা চাই। দুঃখ পান্না
বধন যে সময় আসে ধৈর্যের আশ্রয়ে থাকা। সময়
বসিয়া থাকে না। আত্মহত্যা মহাপাপ। অন্ধকার,
— এই কি কথা পুরুষ হয়ে? ছিঃ ছিঃ।

বাবাকে লিখে দে জগতের কাজ কারবারটাই

মাতৃবাণী

মন খারাপের। কি আর করা? সহন, সহন, সহন। সর যে জিতে সে। সমুদ্রের তরঙ্গের মধ্যেই ডুব দিয়ে উঠা তো। গুণ কৰ্ম্ম যিনি দিয়েছেন তাঁ'র সেবার জন্তই, ইহাই মনে রাখা।

তুই বাবাকে লেখ তো, বাবা যা' হয় প্রাণের একটা কিছু করবেই। মেয়েদের কথাও কি আর সব সময় ফেলতে পারে? এও তো একটা ছোট মেয়ে, যেটা সরাইলেও সরে না; কোন কালেও সরে নাই, সরবেও না।

—

এই সেবায় চিত্তশুদ্ধি হইতেছে বিশ্বাস রাখা। সেবা মন্ত বড় সাধনা। অস্থির হইতে নাই। শান্ত ভাবে সকলের সেবা করা। মিষ্ট ভাবায় সকলের

মাতৃবাণী

সঙ্গে কথা বলা। যদি অগ্নায় বলা হইয়া যায়,
ক্ষমা চাওয়া। ভবিষ্যতে অগ্নায় না হয় চেষ্টা করা।
কেউ অগ্নায় বলিলেও নিজে অগ্নায় করিতে নাই,
বলিতে নাই।

উহারা দূর মনে করে, এ শরীরটা ত কাছেই।
ছাড়ার উপায় কোথায়? উহাদের দৃষ্টিতে নিকট
আর দূর। ছুটির সুযোগ হইলেই দেখা করিবে।
যে কাজ হাতে নেওয়া, ভাল করিয়া করা। ভালর
দিক হইলেই পরমার্থের দিকও ভাল হইয়া যাওয়ার
আশা। জিয়া তিনি, কর্তা তিনি — এই ভাবটা
অন্ততঃ মনে রাখবার চেষ্টা। যা' সত্য। মিথ্যা
মিথ্যাই হইয়া যায় যাহাতে তাহাই করণীয়।

মাতৃবাণী

নিজকে জানবার চেষ্টা করলেই মাকে পাওয়া যায়।

আত্মহত্যা মনে রাখলে তা'র সম্যাস কি করে হয় ? সম্যাস প্রার্থীদের ত আত্মহত্যার প্রশ্ন মনে আসে না। কঠোর ত্যাগই সম্যাসের অনুকূল। সত্য কথা বলার প্রতিজ্ঞা করা। অন্য কোথাও চিঠিপত্র না লেখা। স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা না বলা, তাকানও না।

অথও ভাবে ভগবৎ চিন্তায় থাকবার চেষ্টা — তবেই না অথও প্রকাশ। মনটা সব সময় ভগবৎ চিন্তার অনুকূলে রাখা। উহাই মনের সুখানু।

মাতৃবাণী

সর্বদা একটা জপ মনে মনে যেন করে।
 নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেন বাদ না যায়। চূপ করে যখন
 বসে যায় তখনও যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে জপ হয়।
 এইটি সব সময়। নিঃশ্বাসের জপ যত সহজে হয়ে
 যায় তা'র চেষ্ঠা। সদ্‌ গ্রন্থাদি পড়া খুব ভাল।
 সত্য কথা বলা। মনে রাখা নাম ও তাঁ'র একটা জপ,
 অন্ততঃ তাঁ'র সঙ্গ করা। তাঁ'কে ছেড়ে থাকবে না
 — এটি চেষ্ঠা। যত এ চেষ্ঠা থাকবে তত আনন্দ
 পাওয়ার আশা। যখন একেবারে চূপ চাপ মনটা
 হয়ে যায় অন্ততঃ পক্ষে তাঁ'র স্মরণ ও ধ্যানের চেষ্ঠা।

—

সবদিকে সামঞ্জস্য রেখে মৌন রাখতে পারলে
 ত ভাল। ইঙ্গিত ইসারার আশ্রয় না নিয়ে

মাতৃবাণী

যতটা সময় হয়।

—

মালা গ্রন্থি দিয়ে জপ করতে হয়।

—

জীব স্বভাব এই রকমই। জেনে শুনে পাপ
করা বড়ই ক্ষতি কর।

—

এক সময়ে ত একটা বিশেষ কথা হইয়াছিল
— চাকুরী পেলে যোগিরাজ ভোগিরাজ এক সঙ্গে

মাতৃবাণী

হবে। ভোগিরাজ ত পূর্ণ মাত্রায় দেখা যাচ্ছে।
 যোগিরাজের অঙ্কুর কোন্ রাজ্যে রইল, অন্ধকার
 গুহাগহবরের মত? সে অন্ধকার গুহায় আলো
 জ্বলবার চেষ্টা কখন আরম্ভ হবে? যে দিন যায়
 সে ত আর আসে না। অমূল্য সময় চলে যাচ্ছে।
 দিন থাকতে দীননাথের দিকে। তৃতীয় বরসে
 অলসে অবশে হয় না হরিনাম বলা। কালের ঝুন্স
 কি করা যায় সেই বেলা।



দ্বিদল ভ্রমধ্যে কালী বিশ্বনাথের প্রকাশ, ইহা
 ত সাধকের হয়ই। ঐ যে কোমর হইতে গলা
 পর্যন্ত আকারটির প্রকাশ — সাধকের অনেক
 সময়ই নানাক্রম আকার প্রকারের প্রকাশ হইয়া

মাতৃবাণী

থাকে। তিনি বলিয়া যখন অন্য কোন প্রমাণ নাই, শুধু আকার দোঁখিয়াই তিনি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে, এইটির ভাবনা ত্যাগ করিতে চেষ্টা করা। কেন না সাধকের তো শক্তির কত রকম ক্রম ধরিয়া ধারা প্রকাশ হয়। যেখানে আশ্রয় নাইলে ভগবদ্ ভাব, ভগবদ্ ভাবেরই মত অনুকূল আসে, সেই ভগবদ্ ভাবেরই একটা শক্তির ধারার বিকাশ সূত্রাকারে। সেইজন্য তৎশক্তির বিকাশ বলিয়া সবটার ভিতরেই তাঁহারই এত রকমের প্রকাশ, ইহাই চিন্তনীয়। পূজা, জপ, ধ্যান ইত্যাদি সবই প্রাণময় হইয়া প্রকাশের জন্য যথাসক্তি প্রাণ দিয়া চেষ্টা করণীয়।

—

মাতৃবাণী

বাহিরে আদর না দেখাইয়াও যে মা, সেই
খাটি মা আছে ও থাকবে। তাঁ'কে সরাইয়া দিতে
চাহিলেও সে যায় না। তাঁ'রই সন্তান কিনা। মনে
করা তাঁর ব্যবস্থা। সেইজন্য মা অনুকূল অনুযায়ী
সব কিছু করে। হাঁ, সং আকাজক্ষা জাগরণ হওয়া
ভাল। মা মানে যিনি সন্তানকে মেপে পরিমিত দিতে
পারেন। সন্তানকে মাপ, ক্ষমা করতে পারেন,
সেইজন্যই মা।

—

আসল বড় লোক কে? বড় লোক হল যে
পরম ধনে ধনবান্ সেই বড় লোক, ধনী। নিধন,
দরিদ্র তাকেই বলে ভগবৎ স্মৃতি যার হৃদয়ে নাই।
তাঁহার উপর নির্ভর একমাত্র কর্তব্য।

মাতৃবাণী

ভগবৎ ভাবের সূত্র নিয়া যে আকৃষ্ট হওয়া
উহাও ভগবানের উপরেই আকৃষ্ট হওয়া, যদি ঠিক
ঠিক তাই হয়। একেতে মনটা লাগাবার চেষ্টা
করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই নিষ্ঠা ও একাগ্রতার
আশা।

—

তারক ব্রহ্মনাম তুলসী ও সাদা চন্দনের
মালায় করে। শক্তিমন্ত্র যদি ইষ্টমন্ত্র হয় তবে
রুদ্রাক্ষের মালাতে জপ হয়।

—

যাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এই সুদীর্ঘ পথ চলা
তাঁহারই ত কৃপা। কেবল ধৈর্যের আশ্রয় গ্রহণীয়।

মাতৃবাণী

নিরাশ হইতে নাই। যেখানে সেখানে যে ভাবে
সে ভাবে কেবল তাঁ'র দিকেই মনটা রাখা।

জগতের যেখানে গতি সেখানে ভালবাসার
কোন প্রশ্ন নাই। ভগবৎ চিন্তায় ভগবানের উপর
শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম আসা স্বাভাবিক।

নারদ বলেছেন ঈশ্বরে যে পরানুরক্তি তাহাকেই
উত্তম ভক্তি বলে। শুধু ভগবানকে পাওয়ার জন্য যে
চেষ্টা তাহাকেই ভজন বলে।

যতক্ষণ বিচার ততক্ষণই ব্যভিচারের কথা।

মাতৃবাণী

যতক্ষণ একমাত্র সেই সর্বভাব, সর্বরূপ ও অরূপে
প্রকাশ না হয় ততক্ষণ একনিষ্ঠার প্রয়োজন।
একনিষ্ঠ হওয়া একমাত্র ইষ্ট প্রকাশের জন্ত।
সেবাস্ত্রানে সকলের মধ্যে সকলের জন্ত ক্রিয়া করা।

ভিতরে যদি ভগবৎ লক্ষ্যই বিশেষ গুহ্য ভাবে
থাকে তাহা হইলে সংসার আলুনা লাগা এবং
অন্যান্য সাংসারিক মিষ্টি শব্দ ক্যাচর ক্যাচর লাগা ত
স্বাভাবিক। এটাও সাময়িক না স্থায়ী দেখুক না।
সময় আরও যাইতে দাও। আস্তিক যেখানে
নাস্তিকতার কথা সেখানে কোথায়? ভগবৎ বিষয়ক
জপ, ধ্যান, গ্রন্থাদি এ সব ত ভাল লাগার দিকু।

মাতৃবাণী

সব সময়ই যে সেই সময়। মনটা তাঁ'র চরণে
 লাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা। বিশ্বমঙ্গল করুণা-
 সাগর ভগবানের কৃপা সব সময়ই বর্ষিত হইতেছে।
 সব সময়ই মঙ্গল চিন্তা কর্তব্য। মঙ্গল মানে
 ভগবৎ প্রকাশের যে আশা, পূর্ণানন্দ পূর্ণ প্রকাশ
 বাহা।

দুই বেলা সন্ধ্যা করার সময় জপ সমর্পণ
 করা। অল্প সময় আত্মোন্নতির জন্য জপ তাহা
 আর সমর্পণ করিতে হইবে না। যদি কোন সময়
 মনে হয় আজ বেশী জপ করব তবে সেই সময়েতে
 সঙ্কলিত জপ করিয়া সমর্পণ করিয়া দেওয়া।

মাতৃবাণী

চলতে ফিরতে, খেতে শুতে মন্ত্ররূপ ভগবানকে হৃদয়ে
স্মরণ রেখে চলা।

শুদ্ধ পবিত্র ফুলটি ভগবানের চরণেই ত
পড়ে। নিজকে ভগবানের চরণে অঞ্জলি দিবার
জন্য সর্বদা শুদ্ধ, পবিত্র ভাবটি বজায় রাখার চেষ্টা।
যিনি আত্মা, প্রাণের প্রাণ তাঁহার কথা, তাহারই
গুণ বর্ণন, তাঁহারই রূপ সর্ব্বোত্তম দেখার চেষ্টা রাখা।
একলাটি? একলা কোথায়? বন্ধু কি আর বন্ধু
ছেড়ে?

অন্তর সন্ন্যাসই ত সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী হওয়া

মাতৃবাণী

খুব ভাগ্যের কথা, আনন্দের কথা। কিন্তু সময় হয়েছে বলে মনে হয়েছে কি? সর্বভাগ, সন্ন্যাস মানে সর্বনাশ। নাশ ভাবও নাশ হইয়া যাওয়া।

যদি শান্ত ভাব না আসে তবে অঙ্গের বৈকল্য শিরায় শিরায় ক্রিয়া করে তাহাকে অকর্মণ্য করে দেয়। শক্তি ধারণ না হইলে শক্তির সুন্দর ক্রিয়া শান্তরূপে প্রকাশ হয় না। পরমার্থভাবে সত্যানু-সন্ধানের ক্রিয়ায় স্বভাবতঃ শান্ত করিয়া লয়। শক্তিদারণ প্রয়োজন। যদি কীর্তনে এইরূপ হয় তবে যেন কীর্তনের সময়টা চুপচাপ থাকতে চেষ্টা করে। একাসনে স্থির ভাবে। বিকৃত অনুকূল হয় না।

মাতৃবাণী

এই জগতের যেটা দেখতে পাওর যায় এটাও স্বপ্ন, আর স্বপ্নে যা দেখা যায়। একটু প্রভেদ আছে — জাগ্রত আর নিদ্রিত। স্বপ্নে অনেক কিছু দেখা যায়। মনে যা ভাবা যায় তাও দেখা যায়। আর মনে না ভাবলেও যা গত এবং যা হবে তাও দেখা যায়। সবই স্বপ্ন রাজ্যের ব্যাপার ত।

—

সবের মধ্যেই সব আছে। একমাত্র সত্য-স্বরূপ যেখানে সেখানে মিথ্যার ত প্রশ্ন নাই। যা' মিথ্যা মিথ্যাই। তিনি ত অনেক রূপে আছেন, সেই ভাল এই দর্শন দিয়াছেন। সর্বরূপে ত তিনিই। তাঁ'কেই ভাবনা করা। একমাত্র

মাতৃবাণী

আধ্যাত্মিক রূপই — আধ্যাত্মিক ছাড়া ত কিছুই
নাই। কাজেই সেই দিক দিয়া সবই সত্য।

বাস্তবিক ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে
পূরণ হয়। তিনি যে মঙ্গলময়। যা মঙ্গল তাই
তো করেন। ভগবানের যা মঙ্গল বিধান তা
সাধারণের ধরবারই বা শক্তি বিশেষ কোথায়?
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক সর্বদা এই ভাব
মনের মধ্যে রাখা।

অনেকের স্বভাবই নূতন ছনিয়া রচনা করা।
সেই দিকে মন না রেখে যেখানে মন রাখলে পূর্ণ

মাতৃবাণী

শান্তির আশা সেইখানে রাখা। অভ্যাসী হওয়াই
মানুষের কর্তব্য।

এখানে সেখানে বোধটি না থাকে ভাইতো,
আমাদের চাই। যদিও আমাদের সহায়ক স্থান
প্রথম দিক্ দিয়া নিতে হবে। একান্তে থাকা তো
এক কাস্তকে নিয়া থাকা না, বাবা? নিঃসঙ্গ
নিশ্চিন্ত তবে তো নিঃস্বন্দ। বাবাকে লিখে দেও —
বাবার তো কোন চিন্তার কারণ নাই। এক তো
মহান পুরুষের কৃপা সর্বক্ষণ বর্ষার মত অবিরাম
ঝরছে। এ জীবনে এক তাঁহাকেই পাবার যার
একমাত্র লক্ষ্য সে তো তাঁহার আশ্রয় পেয়ে বসে।

মাতৃবাণী

আছে, যদিও উপস্থিত অভাব রূপে তাহার
প্রকাশ।

—

আত্মস্থ ও আত্মদর্শনের কথা যাহা শুনা যায়
এটা তো কেবল শুনাই মাত্র। ধরিবার উপায় তো
প্রয়োজন। স্থূলতঃ যে রাত্তাটি ধরে আমাদের
এগুলি ধরিবার সহায়তা হয় ঐ রাত্তাই তো
আমাদের লওয়া উচিত। এই যে দেখতে পাও —
ধর না হাওয়া চলছে যে হাওয়া না হইলে আমাদের
শরীর থাকে না — ধর তো সে হাওয়াটা গাছ
পাখির জীব জন্তু ইত্যাদি কাহাকে ছাড়া? তোমরা
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম কি কি সব বলে
থাক না? তাহারই একটা দিক নিয়ে আমাদের

মাতৃবাণী

বুঝবার সহায়তার জন্য কথা বলা হচ্ছে। যেমন
 বলা হয় সং চিং আনন্দ স্বরূপ। সত্য যে চৈতন্য
 তবে তো আনন্দ। আমরা সব সময় জাগতিক
 হিসাব যাহাকে স্থূলতঃ চেতন ও অচেতনের প্রকাশ
 দেখতে পাই আসলে তাহাতে কিন্তু সেই যে সত্য
 চৈতন্য নিত্য ওতপ্রোত ভাবে সেটা সাধারণে প্রকাশ
 নাই। সেটা বিচারে এনে যেমন দেবপূজাদি
 করবার সময় প্রাণ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি করিতে হয়
 তেমন করে আমাদের প্রথমতঃ প্রাণবায়ু রূপেতে
 আমার ভিতরে (বাহির ভিতর বুদ্ধিটা আছে কি না
 তাই 'ভিতরে' লেখা হচ্ছে) সর্বক্ষণ ক্রিয়া করছে।
 তবে তো আমি, তুমি, সাংকার, নিরাকার বলে
 থাকি। সব সময় খেয়াল রাখতে হবে, যে প্রাণবায়ু

মাতৃবাণী

যেমন আমাদের ব্যাপক ভাবে এক অবিচ্ছিন্ন
 রয়েছে, ইনি কে? ইনি আমাদের সত্য চৈতন্যের
 এক রূপ, ঐ রূপেতে প্রকাশ। আমরা যদি গুরু-
 দত্ত মন্ত্রাদি নিয়ে সেই প্রাণের সঙ্গ করতে পারি —
 এবং যদি কোন সময়ে মন্ত্রও না থাকে, শুধু প্রাণের
 সঙ্গ করতে পারি, তা' হলেও আমাদের মন স্থিরের
 সহায়ক ও প্রাণের প্রাণ যিনি অথও নিত্য রয়েছেন
 তার সন্ধানের সহায়ক হতে পারে। সচ্চিদানন্দ
 স্বরূপ যেখানে নিত্য লীলা সেই দর্শন তো জিতেদ্রিয়
 অতীন্দ্রিয়ের প্রকাশ না হ'লে হ'তে পারে না।
 আর তা' না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মদর্শন অন্তঃস্থিতি
 প্রকাশ কোথায়? আত্মারামের নিত্য লীলা রূপে
 প্রকাশ তবে তো একান্ত বোধ। এই যে চঞ্চল

মাতৃবাণী

বায়ু একই তালে আমরা যাই করি, যে দিকে মন দেই — তার তালটি ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত যদিও fast slow এর প্রকাশ সাময়িক থাকে অবিরাম কাজ করিয়াই যাইতেছে সেইরূপ প্রাণবায়ুর দিকে মনটা রাখতে চেষ্টা কর, তাহলে মনটা বাহিরের দৃশ্যে ঘুরবার ফেরবার পক্ষে একটু বেড়ার আড়াল হয়। দেখ না চঞ্চল ছেলে পুলেকে একবার ধরে নিয়ে এসে খেলা দিলে সাময়িক হলেও স্থির ভাব ধারণ করে। চঞ্চলকে শান্ত করবার জন্য এক লক্ষ্যেরই একমাত্র আশ্রয় প্রয়োজন। সৎভাবের স্বরূপ যে সংসদ তাহার যতই সঙ্গ হবে ততই মনোবাহুটা পূর্ণ হয়ে শান্তরূপ ধারণ করবে। বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সাহায্যে মন প্রাণে সঙ্গবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করবে।

মাতৃবাণী

আসল কথাটা কি জান ? — অথও ধারাই অথওর
প্রকাশ জানবে ।

মা বলেছেন — বাবা নিশ্চিত মনে আনন্দে
থাকুক — এই কথা । যে ভাবে যা' বলে আপনার
মনে, প্রাণে, মুখে আসে তাই বলেই আপনি
তাঁকে ডাকবেন । ভূবেলা কেন ? — সর্বক্ষণ ।
ইহাই আপনার সব দিকের মহৌষধ । তিনি পরম
পিতা, তিনি পরম মাতা, তিনি পরম বন্ধু, সখা,
সবই যে একাধারে । সর্বনাম, সর্বরূপ, অনাম,
অরূপ তাঁহারই যে । অতএব যে ভাবে তাঁকে সব
সময় মনে প্রাণে স্মরণ করলে শান্তি হয় তাহাই
করা ।

মাতৃবাণী

প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না। প্রায়শ্চিত্তের কথা যে মনে হয়েছে তাহাতেই হয়ে গিয়েছে প্রায়শ্চিত্তের কাজ। বাবাকে ভাবনা করে ভাবনা দিতে মানা কর। ভগবানকে ভাবলেই সব ভাবনার শেষ।



বাবা প্রাণের কথাটা মনে চাপিয়া যেন না রাখে। প্রাণ খোলা ভাবে লেখে, তা' হইলেই আরও প্রাণ খুলবে। এত দিন বাবা মনে কেন চেপে রাখল? শরীরটার কাছে সামনে বললে ভাল হ'ত না কি? এ শরীরটা যে সকলেরই। কাজেই যে সময়ে যেভাবে দিকটা যে যেভাবে চায় যথাসম্ভব এ শরীরটা সেদিককার ভাব ও সব

মাতৃবাণী

রক্ষা করে চলে বা বলে । বিগ্রহাদি কোন পূজা
 অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে যেমন শাস্ত্র বিহিত মত — যেমন
 সকলেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত গ্রহণ করল, সেই উৎসব
 পূজা ইত্যাদির অঙ্গ হিসাবে কুমারীপূজা যখন
 শাস্ত্রবিহিত মতে করা হয় তখন পুরোহিত এবং
 সকলেই যাহা চায় তাহাই তো বলিতে দিতে হবে ।
 বাবাকে লিখে দে । অবশ্য এ শরীর নিজস্ব যখন
 বন্ধু, কুমার কুমারীদের নিয়ে খেলে তখন পুরোহিতের
 মতের কোন অপেক্ষা রাখে না । — যে কোন
 জাতির কুমারী । এবার দেখিলে না — কোথায়
 ব্রাহ্মণ কুমারীই বা ছিল ? তারা যে পূজা করল —
 কাপড় ইত্যাদি ভোজন সর্বস্বাধীন ভাবে করল
 তো ? এ শরীরের যে সব দিকটা সম্ভাব ।

মাতৃবাণী

সংসদ মানুষ মাত্রেই কর্তব্য। সংসদের
দ্বারা সংবৃদ্ধির অনুকূল হয়। যত সংসদ হয়
ততই কল্যাণ।

—

যতক্ষণ বাহির ভাবে সংসদের অনুকূল না
পায়, সকলের হৃদয়ে যিনি বাস করেন সেই বাস্তুদেব
ভাবনীয়। সেই সদের দ্বারা নিজকে তৈয়ার করা।
যাহা করিলে সদ্ব্যবহার সদ হয় সেই অনুকূল
কর্মাদি নেওয়া।

—

বলতে পার যে সবার সঙ্গে বসে ভগবানের
নাম, জপ, কীর্তন, ধ্যানাদি করলে কি ক্ষতি —

মাতৃবাণী

কিন্তু সঙ্গের যে আকর্ষণ তাতে বিয়্য করে। চঞ্চলতা আসা স্বাভাবিক। আর প্রধান বা মূল্য হয়ে বসতে যদি ইচ্ছা হয় বা থাকে, তবে তাতেও অকল্যাণ হয়। এই রকম স্ত্রী ও পুরুষ আছে। কিন্তু এ শরীরটাকে যদি জিজ্ঞাসা করে তাহে এই বলবে যে প্রথমে নিজে ভাল সাধিকার মত এক স্থানে বসে সাধনা করে নিজের কলসী পূর্ণ করিয়া নেওয়া — তখন স্বতঃই তা উপচে পড়বে অর্থাৎ বিতরণ হবে। আর যদি প্রথম হাতেই বিতরণ আরম্ভ করে দেয় (সেবা শিক্ষা আদি দ্বারা) তবে তা শূন্য হয়ে যাবে ও পরে অনুতাপ করতে হবে। অবশ্য যদি সেবা শিক্ষাই লক্ষ্য হয় তবে স্বতন্ত্র কথা। যদি নিজকে পরিপূর্ণ করতে ইচ্ছা

মাতৃবাণী

হয় তবে এ ভাবে ঠিক না — বিপন্ন হয়। এ শরীরের
এই কথা — এই দুটির মধ্যে যে পথ ভাল লাগে
তাই গ্রহণ। বার বার মত পরিবর্তন করলে তো
কাজ হয় না। যা' করা একাগ্র মনে করা।
যদি সংসারের দিকে মন দিয়া এদিকে লাগান হয়েছে
তবে চেষ্টা করে সেই কার্য সিদ্ধ করা উচিত।

ধর্মের দিকে ত মন দিতেই হইবে। ধর্মই ত
প্রাণের প্রাণ আত্মা যাহা নিত্য সত্য ধরে আছে।
সেই নিজকে জানতে হবেই যে। ধর্মশালায়
বাস, বিপদ বিপদের যাত্রী আর কত দিন থাকা?
স্বপথ স্বযাত্রা প্রয়োজন। প্রেম ত্যাগ, যাহা প্রেম
গ্রহণ।

মাতৃবাণী

সর্বাবস্থায়ই শান্তি শান্ত থাকাই কর্তব্য।
 কাহারও মুখে কোনও কোনও কথা শুনিয়া
 কাহারও উপর খারাপ ধারণা করা অনীতির
 আশ্রয় নেওয়া হয়। বিদ্বেষ ভাব, অভিসম্পাত,
 খারাপ ভাষা, ভাব ইত্যাদি মনে মনেও যদি কেহ
 রাখে তাহা হইলে নিজেরই উপর পড়ে ও পড়িবে।
 এই ভাবে নিজের ক্ষতি নিজে কাহারও করিতে
 নাই।



সংসারের ত সকলের এক ভাব নয়। নানা
 স্থান হইতে অনেকে এক জায়গায় একত্রিত হইয়াছে।
 নিজের কল্যাণের জন্তই চেষ্টা করিতেছে মাত্র।
 যাহার যাহা সংস্কার — সব সময় ঠিক মত নিয়া

মাতৃবাণী

উঠিতে পারে না, তাই এইরূপ। সর্বব্যাপী তিনি
— এক এক সময় এক এক রূপ ধারণ করেন।
ধৈর্য্যের আশ্রয়ে তদ্রূপ ভাবনাটি নিলেই শান্তির
দিক নয় কি? কেহ অশান্তি ও দুঃখ দেয় বা পায়।
এ শরীরের এ দিকটা নয় তা। ইহা শোধন
করিতেই সকলকে বলে।
